কাব্য-রত্নমালা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল,

সম্পাদিত।

—:*:—

প্রথম ভাগ।

(বৈষ্ণব পদাবলী)

—:*:—

টাউন-লাইব্রেরী

৩৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

—

মূল্য এক টাকা।

(১)

মধুর শ্যামের মধুর বেণু বাজল ওই মধুর সুরে ;
বৃন্দাবনের বনে বনে প্রাণের লীলা বসল জুড়ে !
শিহরে উঠে তরুলতা, যমুনা নদী উজান বয়,
ভুলল গান কোকিল শ্যামা, হরিণ শিশু থমকে রয় ।
অচল শশী গগন 'পরে, সচল যত গোপীর মন,
প্রাণের কালা প্রাণের ডাকে যাচে কোথায় আলিঙ্গন !

(২)

সংসার ! তুমি সুদূরে রহ, সমাজ ! তোমায় নমস্কার,
তোমার বিধি-বাঁধনগুলি তোমারি তরে চমৎকার !
খাটবে না তার হেথায় কিছু, কর না কেন শাসন যত,
হেথায় সবি সহজ সরল উচ্ছ্বসিত স্রোতের মত ।
কে জানে সে পতি কেমন ভুবন-পতি হতে বড়,
বাজল বাঁশী প্রাণের মাঝে, প্রাণ যে চাহেন প্রাণেশ্বর ।

(৩)

বাজল আবার বাজল বেণু, ঘরের কোণে কে রবে আর,
আভীর-বালা আভীর-বধূ অকূল-নীরে দিল সাঁতার ।
খস্‌ল ওরে, ঘুচ্‌ল ওরে, লাজের মানের কুলের ভয়,
বাজ্‌ল বেণু—বাজল বেণু—"কে আজ শুধু আমার হয়"
কৌতুকভরে হাসল শশী, ঝঙ্কারিল কোকিল ভুলে,
প্রেমের বন্যা উথলে গেল দু'কুল-হারা গোকুল-কূলে ।

(৪)

রাখালরাজের প্রাণের হাসি বাঁশীর সুরে ত্রিলোক ছায়,
সুরনারীর অলক হতে ফুলের মালা ভূমে গড়ায় !
নৃত্য ভুলে অপ্সরীরা, চিত্ত হারায় তাপস জন,
রিক্ত করে আপনারে দ্রুতে কেবল আকিঞ্চন !
মর্ম্ম ভেদী' হাজার কণ্ঠে অযুত ছন্দে একই তান —
"প্রেমের ঠাকুর ! লীলা-চতুর ! লও আমারে লওগো দান !"

(৫)

মধুর মধুর মধুর বেণু বাজল ওই মধুর সুরে,
উদাস পাগল না হয়ে আজ রবে না কেউ নন্দপুরে !
আজকে কারো নাইক ক্ষমা, নাইক কারো পরিত্রাণ,
এমন নিঠুর হায়রে কালা, কাহার ছিল তেমন জ্ঞান !
আবার আবার বাজল বেণু, বাজল ওই আকুল রবে,
হারিয়ে সব, সকল-কিছু সফল বুঝি আজকে হবে।

(৬)

হৃদয়-হারি ! হৃদ্-বিহারি ! বাঁশীর সুরে কি গান গাও ?
যুগে যুগে লোকে লোকে একি সুধা ছড়িয়ে যাও !
জীবন-যৌবন হরণ করি' একি খেলা নন্দীচোরা !
বারেক বাঁশী থামাও তোমার, অভিনয়ে মত্ত মোরা !
হাসল কালা, বাজল বাঁশী আবার দ্বিগুণ সোহাগ-ভরে,
সাঙ্গ হল সকল আশা ! নেত্রে শুধু অশ্রু ঝরে !

—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভূমিকা।

(১)

ইংরাজীতে যেমন Palgraveএর Golden Treasury নামক পুস্তকে ইংরাজী উৎকৃষ্ট কবিতাসমূহ সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেরূপ গ্রন্থ সকল ভাষাতেই থাকা আবশ্যক। এরূপ পুস্তক থাকিলে শুধু যে অল্প ব্যয়ে অল্প পরিশ্রমে উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি পাঠ করিতে পারা যায়, ইহাই নহে; সকল দেশেই এমন অনেক কবি জন্মিয়াছেন যাঁহারা সাহিত্য সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাদের এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য; কিন্তু তাঁহারা বেশীর ভাগ বাজে কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া সেই বাজে কবিতাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভাল কবিতাগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ একখানি উৎকৃষ্ট কবিতা সংগ্রহ পুস্তক থাকিলে সে কবিতাগুলি থাকিয়া যায়, এবং পাঠকগণও ধৈর্য্য সহকারে সেগুলি পাঠ করিতে পারেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার কবিতাগুলি (বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলী) সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে খাটে। একমাত্র চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কোনও কবির ভাষার মধ্যে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন কবিগণের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া না দিলে সাধারণ পাঠক কোন কালেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করিবেন না।

বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একখানি সংগ্রহ পুস্তক সম্পাদন করিতে এ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বহুদিন হইতেই আমার এরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা

ছিল, এবং সে জন্য অনেক কবির অনেক কবিতা নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তাঁহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারি নাই। যাহা হউক এতদিন পরে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুস্তকখানি তিন ভাগে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আছে; তন্মধ্যে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের শ্রেষ্ঠ পদসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রথম ভাগ সম্পাদনে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ চট্টগ্রামের যশস্বী কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় আমাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন ও কয়েকখানি প্রাচীন কবিব গ্রন্থ দিয়া আমাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহা এ সামান্য ভূমিকায় লিখিয়া সে ঋণভার লঘু করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহারই রচিত একটি কবিতা এই ভাগের শিরোলিপিরূপে ব্যবহার করিলাম।

এই ভাগের কবিতাগুলি পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, বিরহ প্রভৃতি নানা বিষয় ভেদে ভাগ করিয়া সাজাইয়া দিয়াছি। রত্নমালা গ্রথিত করিতে গিয়া আমার অক্ষমতাপ্রযুক্ত রত্নগুলি সুগ্রথিত সুবিন্যস্ত না হইতে পারে; কিন্তু রত্নের গৌরব কোথায় যাইবে?

(২)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম প্রায়ই এক সঙ্গে শুনা যায় বটে, কিন্তু দুইজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর কবি; তাঁহাদের মধ্যে কোনও বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। প্রথমে, ভাষাতেই দুইজনের যথেষ্ট প্রভেদ আছে; বিদ্যাপতির ভাবা মৈথিলশব্দবহুল; চণ্ডীদাসের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা।

পদলালিত্য ছন্দমাধুর্য্য ও ভাষার সম্পদ যদি চাও তাহা হইলে বিদ্যাপতির নিকট কোনও বৈষ্ণব কবি দাঁড়াইতে পারে না।

এরূপ সুন্দর বাক্যবিন্যাস, এরূপ শব্দের ঝঙ্কার আর কোনও বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে নাই। ভাষাব সম্পদ আছে বলিয়া তাঁহার বর্ণনারও যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে; তাঁহার বসন্ত বর্ণনার কবিতাগুলি শব্দের ঝঙ্কারে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে জয়দবের সংস্কৃত কবিতার পাশে স্থান পাইতে পাবে। এই সঙ্গে তাঁহার রচনার আরও একটী গুণ আছে—উপমা। তাঁহার প্রত্যেক কবিতাতেই ইহা পাওয়া যায়; এবং উপমাগুলি প্রায়ই অতি সুন্দর এবং উপযোগী। দুই চারিটী উদাহরণ দিতেছি:—'মেঘমালা সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।' 'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণীহীন হিমধামা।' 'দিনে দিনে চান্দকলা সম বাঢ়ি।' শুধুই যে উপমা তাহা নহে; উপমা ভিন্ন আরও বহুবিধ অলঙ্কার তাঁহার কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। মোট কথা, ভাষাকে সাজাইবার জন্য যত কিছু অলঙ্কারের প্রয়োজন, তাহা সমস্তই বিদ্যাপতির কবিতায় আছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাতে অলঙ্কার নাই, পদলালিত্য নাই, ছন্দমাধুর্য্য নাই, সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার নাই; তাঁহার ভাষা সহজ সরল ভাষা; অথচ সেই ভাষার ভিতর দিয়া কিরূপ প্রাণের আবেগ, আকুলতা ও ভাবের গভীরতা প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহার ভাষা হৃদয়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা, মর্ম্মভেদী ভাষা; উহা এত সহজ সরল বলিয়াই এত সহজে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে। এইখানেই সহজ ভাষার কৃতিত্ব। যে ভাষা অর্থ করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা কখনও প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; আর সহজ ভাষার কবিতা একেবারে প্রাণের কথা টানিয়া বাহির করিয়া আনে। এই গুণেই চণ্ডীদাসের কবিতা প্রাচীন কবিতার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহার ভাবসম্পদ আছে তিনি ভাষাসম্পদকে গ্রাহ্য করেন না; আর যাঁহার ভাবসম্পদ নাই তিনি বহুবিধ ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দঝঙ্কার প্রভৃতি ভাষাসম্পদ দ্বারা সেই দৈন্য ঢাকিতে চেষ্টা করেন। চণ্ডীদাস ও

বিদ্যাপতিতে এই প্রভেদ। কল্পনা ও ভাবসম্পদ আছে বলিয়া চণ্ডীদাসের কোনও অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় নাই। বিদ্যাপতির সে ক্ষমতা নাই বলিয়া তিনি ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। এইজন্য বিদ্যাপতির কবিতা পাঠ করিয়া শুধু আমোদ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না; অবশ্য মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, কারণ তাঁহার ভাষার মধ্যে কুহক আছে; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; কবিতাপাঠ শেষ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে মোহও কাটিয়া যায়; ভাষার কুহক কতক্ষণ টিকিবে? তাঁহার কবিতা পড়িয়া ভাবিবার বেশী কিছু নাই; যতটুকু ভাষা, ততটুকু ভাব, তাহার অধিক কিছু নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের কবিতার একছত্র পড়িলে দশছত্র ভাবিতে হয়, ভাষাকে ছাড়িয়া ভাব কোথায় উঠিয়া যায়। ঐ যে তিনি রাধার পূর্ব্বরাগে লিখিয়াছেন 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ' একথা তাঁহার কবিতাসম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপ খাটে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাধারণতঃ বড়ই একঘেয়ে; সেই পূর্ব্বরাগ, দূতীসংবাদ, অভিসার, সম্ভোগ, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি কতকগুলি বাঁধা গৎ লইয়া অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিতা রচিত; ইহা ভিন্ন কোনও নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া খুব কম কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কাছে আমরা এই একঘেয়ে ভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই। তাঁহার আক্ষেপানুরাগ, প্রেমবৈচিত্র্য এবং 'পিরীতি' বিষয়ক কবিতাগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি এবং সেগুলি কবিত্বে অতুলনীয়; অথচ এইগুলির সংখ্যাও কম নহে। যদি আর সমস্ত বৈষ্ণব কবিতা বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তথাপি একমাত্র চণ্ডীদাসের এই পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরব রক্ষা করিতে পারিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপর কবিগণ ঐ ঐ বিষয়ে বহুবিধ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁহাদের পথপ্রদর্শক।

জ্ঞানদাসের কবিতার মধ্যে দুইবকম ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়; যেখানে তিনি কোনও কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে তিনি বিদ্যাপতির ন্যায় নানা অলঙ্কার বিশিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, আর যে কবিতাগুলিতে মনেব কোনও ভাব প্রকাশ কবা হইয়াছে, সেগুলি চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় সহজ ভাষায় সহজ ছন্দে লিখিত। বৈষ্ণবসাহিত্য-সমালোচকগণ জ্ঞানদাসকে বিদ্যাপতির নিম্নে স্থান দিয়াছেন; অবশ্য এ কথা স্বীকাব করি যে বর্ণনাসৌন্দর্য্যে বিদ্যাপতির নিকট জ্ঞানদাস কেন, চণ্ডীদাসও দাঁড়াইতে পারেন না; কিন্তু বর্ণনাসৌন্দর্য্যই কবিত্বশক্তিব একমাত্র পবিচয় নহে; ভাবমাধুর্য্য ভাবের গভীরতা ও নূতনত্ব হইতেই কবিব প্রতিভা প্রকাশ পায়। সেই হিসাবে জ্ঞানদাসের স্থান বিদ্যাপতিব অনেক উচ্চে। তাঁহার কবিতাব মধ্যে স্থানে স্থানে চণ্ডীদাসের ভাব ও ভাষার অনুকবণ থাকিলেও নিজের মৌলিকতার অভাব নাই। তাঁহার কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি আছে, তাঁহার 'মুরলী-শিক্ষা' শীর্ষক চারিটী কবিতা বৈষ্ণব-সাহিত্যে অপূর্ব্ব, অতুলনীয়।

গোবিন্দদাস স্বভাবকবি। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে বেশ প্রসাদ-গুণ আছে। তাঁহার ভাষার কোনও আড়ম্বর নাই; সহজ কথায় একটানা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; বর্ণনা কবিবার সময় তিনি কিছুই বাদ দেন নাই; প্রভাতবর্ণনায় কোকিলের ডাকের সঙ্গে বানব বানরীর ডাকের উল্লেখ আছে; আহারের বর্ণনায় মিঠাই ক্ষীর দধি পিষ্টক শীতল জল প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই; অথচ তাঁহার বর্ণনার গুণে ঐগুলি হাস্যাস্পদও হয় নাই। গোবিন্দদাসের কবিতার মধ্যে বর্ণনার ভাগ খুব বেশী; ভাবাত্মক কবিতা তিনি কমই লিখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে বিদ্যাপতির ন্যায় সৌন্দর্য্য না থাকিলেও মাধুর্য্য যথেষ্ট আছে। গোবিন্দদাসের পদগুলিব ভণিতা হইতে তাঁহাব একটী

বিশেষত্ব পাই—এটি তাঁহার দাস্যভাব। 'গোবিন্দদাস মুটকি লই ধায়' 'ব্যজন করতহি গোবিন্দদাস' 'জলসেচন করু গোবিন্দদাস' প্রভৃতি বহুবিধ ভণিতা হইতে এই দাস্যভাবটি বড়ই মধুরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দদাস অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয়; কোন একটী অক্ষর ধরিয়া সেই অক্ষরবিশিষ্ট যতগুলি কথা ব্যবহার করিতে পারা যায় ততগুলি কথা এক একটী পদে ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে তিনি অনেকগুলি পদে অনেকগুলি অক্ষরের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি বিরহ বর্ণনাতেও তিনি অনুপ্রাস ছাড়েন নাই। এ জন্য অনেকগুলি কবিতা নীরস হইয়া পড়িয়াছে; এরূপ ভাষার কৃত্রিমতার ভিতরে কোনও রসই স্থান পাইতে পারে না।

(৩)

বৈষ্ণবকবিতার মধ্যে আদিরসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য বৈষ্ণবকবিগণকে আধুনিক কালের সমালোচক-গণের নিকট হইতে অনেক গালি খাইতে হইতেছে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে দোষ কি শুধু বৈষ্ণবকবিদের? না, তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের দোষ? জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যখন সেই আদিরসের ধারা বহিয়াছিল, তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা কোনও কবিবিশেষের ব্যক্তিগত দোষ নহে, ইহা সময়গত দোষ। তাহার পর দেখিতে হইবে যে আমরা যাহাকে 'দোষ' বলিয়া মনে করিতেছি,তাহা কবিগণের রচনার দোষ,না পাঠকের অনুভবের দোষ। ইহার প্রমাণ জয়দেব হইতেই পাওয়া যাইবে। সকলেই জানেন, গীতগোবিন্দ আদিরসপ্রধান গীতিকাব্য; কিন্তু সেই আদিরসাত্মক গান গুলি নির্দ্দিষ্ট সুর তাল সংযোগে ভাল গায়কের কণ্ঠে যদি গীত হয়, তাহা হইলে দেখিবেন যে সেই সুরের মধ্যে

আদিরসের গন্ধটুকু কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে! এমন কি জয়দেবের "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া" বা "রতিসুখসারে গতমভিসারে" এই দুইটি গানে—যাহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠা বোধ করিতে হয়—এই দুইটী গানেও শুধু একটা বিরহের আর্ত্তনাদ, মিলনের ব্যাকুলতা ও সেই সঙ্গে একটা উদাস ভাব সুরেব মধ্যে লুটিয়া লুটিয়া পড়িবে—তাহার মধ্যে কামগন্ধের লেশও পাওয়া যাইবে না ; সমস্ত লালসা ছাপাইয়া আধ্যাত্মিক ভাব আপনিই জাগিয়া উঠিবে। বৈষ্ণবপদাবলী সম্বন্ধেও এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে সেগুলি শুধু কবিতা নহে, সেগুলি সঙ্গীত। গীতগোবিন্দের গানের মত সেগুলিও যদি নির্দ্দিষ্ট সুরে গীত হয়, তাহা হইলে বিদ্যাপতির সম্ভোগবর্ণনার গানেও কেবল সৌন্দর্য্যটুকুই সুরের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, আদি রসের ভাবগুলি কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও কেহ পাইবেন না। বাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনী যদি শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মতানুসারে শুধু 'যৌন সম্বন্ধের কাহিনী হইত, যদি তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা না থাকিত, তাহাহইলে গীতগোবিন্দের গানগুলি অন্য সুরে রচিত হইত, আর বৈষ্ণব কবিরাও খেমটা বা টপ্পার সুবে তাঁহাদের পদাবলী লিখিতেন। পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার কবিগণ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, 'কামশাস্ত্রেব মালমসলা যোগানো' তাহার উদ্দেশ্য নহে ; লালসার ভাব এত স্থায়ী নহে যে তাহাকে অবলম্বন করিয়া এত বৎসর ধরিয়া এত বড় একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে।

বিদ্যাপতির কবিতায় আদিরসের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ তিনি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন কালের কবি। সময় যতই অগ্রসর হইতেছে, রুচির ততই পরিবর্ত্তন হইতেছে ; বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যের মধ্যে ক্রমেই এই আদিরস সংযত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কালের রুচির সহিত এখনকার রুচির তুলনা করা অন্যায়। কোনও স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে

হইলে প্রাচীন কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, আমরা তাহা অতি অসংযত বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাঁহাদের সময়ে উহা কোনও দোষের ছিল না। আধুনিক রুচি অনুসারে যদি আমরা ভাষাটী খুব মার্জ্জিত রাখিয়া কোনও আদিরসাত্মক ভাব বা কার্য্য ইঙ্গিতে প্রকাশ করি, তাহা হইলে কোনও দোষ হয় না, কিন্তু যেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি, অমনি তাহা কুরুচিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে। প্রাচীন কবিদের মধ্যে এ পার্থক্যটুকু ছিল না; তাঁহারা ইঙ্গিত জানিতেন না; যাহা বলিবার তাহা স্পষ্ট বলিতেন; আমরা যাহা অসংযত ভাষা বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা তাঁহাদের সরলতার পরিচায়ক। বৈষ্ণব কবিগণের ভাষাকে কুরুচিপূর্ণ বলিয়া মনে করিলে, তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়।

(৪)

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা, এই দুইটী চরিত্রই প্রধানতঃ বৈষ্ণব কবিতায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার মত এমন বেশী কিছু কথা নাই। কিন্তু রাধিকার হৃদয়টী অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি।

বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের রাধিকার পূর্ব্বরাগে কোনও বিশেষত্ব নাই; তাঁহাদের রাধিকা সাধারণ নায়িকার ন্যায় নায়ককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা ভাবপ্রধানা; অন্যান্য কবির রাধিকা যতক্ষণ না কৃষ্ণকে চক্ষে দেখিয়াছেন ততক্ষণ কাহারও মনে ভাবান্তর হয় নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণের 'নাম' শুনিয়াই মোহিত হইয়াছেন।—'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।' তাহার পর বিশাখা তাঁহাকে শ্যামের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাতেও তিনি সেইরূপই মুগ্ধ হইলেন। এতগুলি ব্যাপার ঘটিয়া যাওয়ার পর তবে রাধিকা শ্যামকে চক্ষে দেখিলেন। ঐ নাম শুনিয়া পূর্ব্বরাগের ভাবটী

চণ্ডীদাস যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যত দিন বঙ্গ-ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালী সেই গান ভুলিতে পারিবে না।

চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি। তাই চণ্ডীদাসের রাধিকা দুঃখিনী, আর বিদ্যাপতির রাধিকা সুখ-সম্ভোগেব জন্য ব্যগ্র। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার পর রাধিকার যে প্রেমবিহ্বল অবস্থা চণ্ডীদাস সখীমুখে বর্ণনা করিয়াছেন বিদ্যাপতিব রাধিকাতে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। ববং শ্রীকৃষ্ণের ভাবা-স্তরের বিষয়ে বিদ্যাপতি অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন; কিন্তু রাধি-কার কথা একটীও বলেন নাই। তাহা ছাড়া রাধিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববাগের ভাবটী বিদ্যাপতি যেরূপ কবিত্বময়ী ভাষায় আঁকিয়াছেন, রাধিকার পূর্ব্বরাগেব ভাব তিনি. তেমন চিত্রিত করিতে পারেন নাই; ইহাতে মনে হয় যে বিদ্যাপতি পুরুষচরিত্রেব ভিতব যেরূপ প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, স্ত্রীচরিত্রের ভিতর তেমন পারেন নাই। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের মথুবা যাইবার পর তিনি বাধিকাব বিরহবিধুর ভাবটী অতি সুন্দররূপে অতি করুণ ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিরহের ভাবটী প্রায় একটানা ভাব হইয়া থাকে; পূর্ব্বরাগে যেমন সুখদুঃখের লীলাতরঙ্গ একত্রে মনেব ভিতর হিল্লোলিত হইয়া উঠে, বিবহে সেরূপ সুখদুঃখের মিশ্রিত ভাবটী থাকে না, সুধু দুঃখের একটানা ভাবটী নানা প্রকারে মনের ভিতরে উঠানামা করিতে থাকে; সুতরাং বিরহ অপেক্ষা পূর্ব্ব-রাগের অবস্থা বর্ণনে অধিক কৌশল ও শক্তির প্রয়োজন হয়। নায়িকার পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি সেরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস এ বিষয়ে বিদ্যাপতি অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের রাধা চিরদুঃখিনী; তিনি পূর্ব্বরাগে দুঃখিনী, প্রেমে দুঃখিনী, বিরহে দুঃখিনী, মিলনেও দুঃখিনী। এত দুঃখ আছে বলিয়াই চণ্ডীদাসের কবিতায় এত আবেগ, এত আকুলতা, এত

করুণতা। চণ্ডীদাসের রাধিকা 'পিরীতি' করিয়া সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী পাইলেন; একে গুরুজন গঞ্জনা, প্রতিবেশীর নিন্দা, তাহার উপর আবার 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।' কিন্তু তথাপি তিনি সেজন্য শ্যামকে দোষ দিতেছেন না; যে রমণী তাঁহার শ্যামকে ভাঙ্গাইয়াছে তাহাকেই তিনি শাপ দিতেছেন, আর নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিতেছেন। বিরহে রাধিকার দুঃখ তো আছেই; এমন কি মিলনেও তাঁহার সুখ নাই, তাঁহার কেবলি ভয়, পাছে কোন্ সময়ে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। বিদ্যাপতির রাধিকার কিন্তু ও সব জ্বালা নাই; তিনি যখন সুখ সম্ভোগের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন, তখন তাহাতেই মজিয়া রহিলেন, দুঃখের কোনও আশঙ্কা তাঁহার নাই; যতক্ষণ বিবহ আসিয়া উপস্থিত না হইল, ততক্ষণ তাঁহার মনে বিচ্ছেদেব কোনও ভয় বা ভাবনা নাই। বিদ্যাপতির কবিতায় ভাবের কোনও সংমিশ্রণ নাই; যখন সুখের কথা বলিয়াছেন,তখন অবিমিশ্রিত সুখের কথাই বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র নাই; আবার যখন দুঃখ করিয়াছেন, তখন দুঃখই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কবিতায় সুখ দুঃখের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ রহিয়াছে; তাঁহার এমন কবিতা খুব কমই আছে যাহাতে 'সুখ দুখ দুটী ভাই' পাশাপাশি স্থান না পাইয়াছে। আর সেই সুখ-দুঃখের মধ্যে দুঃখেরই প্রাধান্য রহিয়াছে, সেই জন্য তাঁহার কবিতা এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী।

বিদ্যাপতির রাধিকা কৃষ্ণকে সাধারণ নায়কের মত, 'নাগরের' মত দেখিতেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সামান্য নাগর-নাগরীর সম্বন্ধ নহে; তাঁহার রাধা কৃষ্ণকে "জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এবং নিজেকে তাঁহার 'দাসী' রূপে জ্ঞান করিতেছেন; তাঁহার প্রেম ভক্তিমিশ্রিত; আর কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন "রাই তুমি সে আমার গতি। তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥"

জ্ঞানদাসের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার যথাযথ অনুকরণ; এমন কি ভাব ও ভাষায় পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে মিল আছে। তবে জ্ঞানদাসের রাধা অতটা ভাব-প্রধানা নহেন; তিনি দুঃখও অনেক পাইয়াছেন বটে, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার মত কল্পনাদ্বারা দুঃখ টানিয়া আনেন নাই। তিনি আক্ষেপোক্তিও অনেক করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামকে দুই চারিটী কথা শুনাইতেও ছাড়েন নাই। তাঁহার প্রেমও সামান্য নাগরীর মত নয়; তাহার মধ্যেও বিনয় আছে, ভক্তি আছে।

চরিত্র ফুটাইবার চেষ্টা গোবিন্দদাসে খুব কম; তিনি কেবল বর্ণনা লইয়াই ব্যস্ত; ভাবাত্মক কবিতা তাঁহার অল্পই আছে। তবে তাঁহার 'বিরহের' মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায়—'যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত' ইত্যাদি। অন্য কবিগণের রাধা বিরহে শুধু দুঃখই করিয়াছেন, আর মথুরায় দূতী পাঠাইয়াছেন; কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা বলিতেছেন—"আমার প্রভু যেখান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সেই সেই স্থানে ধরণীতল আমার অঙ্গে পরিণত হউক; পাছে কঠিন ধরণীর উপর দিয়া যাইতে তাঁহার পায়ে আঘাত লাগে, সেজন্য ধরণী আমার গাত্রে :পরিণত হউক, সেই কোমল গাত্রেব উপর দিয়া প্রভু চলিয়া যান।" এমন চমৎকাব ভাবটী সাহিত্যে অতি দুর্লভ। গোবিন্দদাসেরও রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সামান্য নাগর-নাগরীর সম্বন্ধ নহে; প্রভু-দাসীর সম্বন্ধ।

অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলিবার কিছু নাই। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি এই গ্রন্থে নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

(৫)

বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলাম না, আজকালকার দিনে তাহা বলিতেও সাহস হয় না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে এই যে সাধ্যসাধকের একাত্মতার ভাব, এই

যে কৃষ্ণকলঙ্কে কলঙ্কী হইবার শ্লাঘা, এই যে রসের সাধনায় বিশ্ব-মানবতার পরিকল্পনা—ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা হইলেও আজ বাঙ্গালী পাঠককে তাহা বলিবার যো নাই! সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনাপুলিন, সেহ অভিসার, যাহা বৈষ্ণব কবি-গণ প্রাণের ভাষায় হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আজকালকার দিনে এতই সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে এখনকার সমস্ত কবিরই হৃদয়ে যমুনা বহিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে আর তাঁহাদের মানসী-সুন্দরী সেথানে অভিসার করিতেছেন। সে জন্য আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিলাম না। তবে শুধু সাহিত্যের হিসাবে এইটুকু বলি যে যদি এই পদাবলী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় পাইতে পারেন, ভাষার অপরাজেয় মাধুর্য্য প্রভাবে বাঙ্গালীর প্রাচীন কবিগণ যে অপূর্ব্ব ভাবের প্রেমের ও কবিত্বের বিকাশ ঘটাইয়া-ছেন, তাহা যদি বাঙ্গালী পাঠক অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমি আমাব শ্রম সফল জ্ঞান করিব, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র।

সূচীপত্র।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥ ১

পরতাপে - প্রতাপে ; ঐছন—ঐরূপ , কৈছে—কিরূপে।

কামোদ।

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥
গোকুল-নগরমাঝে, আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা চম্পক-দামে, চূড়ার টালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশেপাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥
সে কি রে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম;
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
শিরে বেঢ়ল বৈলান জালে নবগুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায় গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা॥ ২

বৈলান—চূড়াবদ্ধ বেণী, বড়ু—বটু, ব্রাহ্মণ।

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন ত্যজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল॥
নয়ন চকোর কানু-মুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল জান॥ ৩

নাহি—স্নান করিয়া; বরকান—সুন্দর কানাই; কৈছে—কিরূপে, ফুকরই ডাকিতে লাগিল, তঁহিফেরি—সেই দিকে ফিরিয়া. সঞ্চরু—কুড়াইতে লাগিল; সখীগণ মিলিয়া হারের চুনি কুড়াইতে লাগিল, সেই অবসরে রাধা শ্যামকে দেখিয়া লইল। পসারল—বিস্তার করিল।

বালা—ধানশী।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধবি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই না পারি।
সাঙন ঘনসম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ৪

ভেল—হইল; তবধরি—তদবধি; সাঙন—শ্রাবণ, রভসে—সহসা, বিবেচনা না করিয়া; জীউ—জীবন; বিছরিয়ে—ভুলিতে চাই.

বালা—ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নবপল্লব অরুণক ভাঁতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ॥
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী বেঢল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণি কহত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুহু ভাল জান॥ ৫

কমলযুগল—শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়; চন্দ্রমালা—পদনখসমূহ; তমাল—শ্রীকৃষ্ণ দেহ, বিদ্যুল্লতা—পীতবস্ত্র; শাখা=বাহু: সুধাকর শ্রেণী—হস্তনখ, নবপল্লব করতল; বিম্বফল—ওষ্ঠাধর; কীর—নাসিকা; খঞ্জন—নয়ন; সাপিনী—চূড়া; মোড়—ময়ূর পুচ্ছ। পেখনু—দেখিলাম; তাপর—তাহার উপব, বেঢল—বেষ্টন করিল, পাঁতি—পঙক্তি, কীর—শুকপক্ষী; থির—স্থির, যোড—যুগল, গেয়ান জ্ঞান।

তুড়ী।

কেনে গেলাঙ জল ভরিবারে।

যাইতে যমুনার ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে

তিমিরে গরাসিল মোরে॥

রসে তনু ঢর ঢর, তার্হে নব কৈশোর

আর তাহে নটবর বেশ।

চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে,

ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥

ললাটে চন্দন-পাতি, নব গোরোচনা ভাতি,

তার মাঝে পূণমিক চাঁদ।

অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ,

কামিনী জনের মন-ফাঁদ॥

লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়,

নীলমণি মুকুতার পাঁতি।

চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা,

ভুবন-মোহন রূপ ভাতি॥

সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,

অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।

জ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়,

সে কি সতী খোলইতে পারে॥ ৬

পূণমিক—পূর্ণিমার।

ভাটিয়ারী।

আলো মুঞি জানিলে যাইতাম না কদম্বের
তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনে বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে পিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা।
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া॥
জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল।
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥ ৭

সোহিনী।

চিকণ কালিয়া-রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥
অধরের ছুটী ফুল, জিনিয়া বান্ধুলিফুল,
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতি কুল মজাইল তায়॥
ভুরুযুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত ছুটী আঁখি।
অরুণ নয়ান-কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হৈতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি, কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধুই যে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥ ৮

ধানশী।

স্বজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী পরপুরুখে ভেল আরতি
জীবনে কিয়ে সুখ লাগি॥
পহিলে শুনমু হাম শ্যাম দুই আঁখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো অছু পটে দরশাওলি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চমকিত হৈয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা বোথয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতয়ে করয়ে বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলীবর তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥ ৯

বহুভাগি—বহুভাগ্য, আরতি—আসক্তি, প্রেম; আঁখর—অক্ষর
ঐছে—ঐরূপ, কাঁতি—কান্তি, যাকর—যাহার, তাকর—তাহার।

তুড়ী।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেহ শ্যামল বরণ দেহ
তাহা বিনু আর কারো নই॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহুঁ কুলের কামিনী॥
রূপ গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইনু বোলে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥১০

যেহ—যাহাকে। পৈঠল—প্রবেশ করিল। সেহ—সে জন।

ভাটিয়ারী।

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরী দমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মূরছা পায়॥
মরি মরি সই ওরূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলু ঢুলু দুটী নয়ন নাচনি
চাহনী মদন বাণে।
তেরছ বঙ্কানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ টানিয়া
বিনোদ চূড়াটী বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাঞা লোটাঞা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভাল সে বুঝিয়া
মরে **বলরাম দাস**॥১১

বিহি—বিধি; গঢ়ল—গড়িল; তেরছ—টেরা।

ভাটিয়ারি।

সো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাল সে কামিনী :দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সই, কি জানি কদম্বতলে।
ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিনু যমুনার জলে॥
বঙ্কিম নয়নে ভঙ্গিম চাহনী
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিশ্চয় জানিনু
মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে ফুলের কাঁচনী
সাজনি ময়ুর পাখে।
বলরাম বলে কোন বা
কুলের ধরম রাখে॥১২

দারুণী—কঠিন হৃদয়া নারী।

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালরূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥
কিরূপ দেখিনু সই নাগর শেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে নয়নে ফাঁপর॥
সহজে মুরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই প্রাণে কাঁদে॥ ১৩

বৈদগধি—বৈদগ্ধকলা, রসিকতাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি। মুগধি—মুগ্ধানারী।

কামোদ।

ভালে সে চন্দন চান্দ নাগরী মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিনু ওই ফান্দে॥
সই, কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ওরূপ নিছনি লিয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ চান্দ কান্দে পূর্ণমিক চান্দ
লাজ ঘারে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান-কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটী ভুরুর নাচনি॥
আই আই মনু মনু কিরূপ দেখিয়া আইনু
কালা অঙ্গে পরিছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়ানু মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেণে দেখিনু তারে না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে ও রূপ দেখিয়া গো
কোন পামরী রবে ঘরে॥ ১৪

মো—আমি; পূর্ণমিক—পূর্ণিমার; ভেজাঞা—লাগাইয়া; দঢ়ানু—দৃঢ় করিলাম, স্থির করিলাম; খেণে—ক্ষণে; ঝুরে—কাঁদে।

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দ কয়॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তিরোতা—ধানশী।

অপরূপ পেখনু বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই,
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিতে চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত,
গীম গজমোতি হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভু পরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥
পয়সি প্রয়াগে যুগশত যাপই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী॥ ১৬

পেখনু দেখিলাম; উয়ল—উদিত হইল, হরিণীহীন—মৃগচিহ্নহীন, নিষ্কলঙ্ক, হিমধামা—চন্দ্র; দউ—দ্বয়; ভাঙবিভঙ্গি—ভ্রূভঙ্গি, জোব—যুগল, কাজর পাশ - কৃষ্ণবর্ণ রজ্জু; গুরুয়া—ভারী, গীম—গ্রীবা, কনয়া—কনক, ঢারত—ঢালিতেছে। প্রয়াগতীর্থের জলে শতযুগ যাপন করিয়া (অর্থাৎ তপস্যা করিয়া) বহুভাগ্য সঞ্চয় করিলে তাহাকে পাওয়া যায়।

কামোদ।

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে   তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচর খসি   আধ-বদনে হসি
আধ হি নয়ান-তরঙ্গ।
আধ-উরজ হেরি   আধ-আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা   কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন   জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা-পাঁতি   অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ   অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥ ১৭

পেখন—দর্শন; সঞে—হইতে,: তবধরি—তদবধি; কটোরা—বাটী, (স্তনের সহিত উপমা); অতনু—মদন; কাঁচুলি মদন সদৃশ; জনু—যেন; ঐছন—ঐরূপ; পসারল—বিস্তার করিল; অতয়ে—আরও।

ধানশী।

গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥ ১৮

পালটি—ফিরিয়া; জোরি—মিলিত করিয়া; মোরি—মস্তক; ততহি বয়ান সুছন্দ—তাহাতে মুখের বড়ই শোভা হইল। যৈছে—যেরূপ; ঝাঁপই—ঢাকিল; জনু—যেন; বেকত—ব্যক্ত, যাবক—আলতা; ওর—সীমা।

সুহই।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনী থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কি দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ ১৯

তাঁহি—সেথানে, ভরই—পূর্ণ হয়; হেরিলোঁ—দেখিলাম, গোরী—সুন্দরী, মাহা—মধ্যে, মোরি—আমার, থোর—অল্প; অব—এখন; আগোর – অঘোর, অচৈতন্য।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরীমাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উগারি॥
মনমথ মন্ত্রী আগোরল বাট।
চকিত চরিত পঁহু বহু রসহাট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই॥
পরশে পুছলু হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥ ২০

অবগাই—বুঝিয়া, অবগাহন করিয়া; উগারি—উদ্গীরণ করিয়া, বিতরণ করিয়া, আগোরল—অর্গল দিল, বন্ধ করিল; জগমাহা—জগতের মাঝে; কবহুঁ—কোথায়; তাকর—তাহার।

বালা—ধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুনিব শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তবহি কুসুম শর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদকি লাগি সূরয উপরাগ॥ ২১

পুনবেরি—পুনর্ব্বার; তরুনিব—যৌবন; লখই না পারি—বুঝিতে পারিলাম না। হঠ সঞে—সহসা; পৈঠল—প্রবেশ করিল, মনমাহা—মনের ভিতর, মোরি—আমার; জোরি—যুগল।

বালা-ধানশী ।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-অনুজ্যোতি ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগ চলই ।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি ।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল ।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই ।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস ।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান ।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান ॥ ২২

নিকসয়ে—বাহির হয় ; থলকমল—স্থলপদ্ম ; ভাঙুর ভাঙ—ভ্রূভঙ্গি
কান—কানাই ।

দূতী-সংবাদ।

(শ্রীরাধার প্রতি)

তিরোতা-ধানশী।

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।

সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥

চাতক চাহি তিয়াসিল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।

তরু লতিকা অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

কেশ পশারি যব তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।

সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥

হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি
করে কর জোরহি মোর।

অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর॥

এতহুঁ নিদেশ কহলুঁ তোরে সুন্দরি
জানি তুহ করহ বিধান।

হৃদয় পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ২৩

মঝু—আমার; জোরহি—মিলিত করিয়া; মোর—মস্তকে; কোর—কোলে; শূন—শূন্য।

তিরোতা।

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥
রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥
উহ মধুজীব তুহুঁ মধুরাশে।
সঞ্চিত ধর মধু অবহুঁ লজ্জাসে॥
ভ্রমর বিকল কতিহুঁ নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতি নাহি বিশরাম॥
আপনি মনে ধরি বুঝ অবগাহে।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে॥
ভনহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে॥ ২৪

মাহ—মাঝে, বিকল—বিহ্বল, বাস—আশ্রয়; জীউ—জীবন, উহ—সে, মধুজীব—ভ্রমর; রাশে—রাশি; লজ্জাসে—লজ্জায়; কতিহুঁ—কোথাও; ঠাম—স্থান; বিশরাম—বিশ্রাম; অবগাহে—বিবেচনা করিয়া, অবগাহন করিয়া, বোহ—সে।

তিরোতা-ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোমারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাতু॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলটি করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ২৫

গাত—গাত্র।

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে সুধি॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব॥
চণ্ডীদাসে কহে বিরহ বাধা
কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥ ২৬

সুধি—ঔষধি : সোঙরি—স্মরণ করিয়া ; শোয়াস—শ্বাস ; দিব—দিব্য।

ধানশী।

সুন্দরি, তুয়া বড়ি হৃদয় পাষাণ।

তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত

জীবইতে সংশয় কান॥

বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই

নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।

রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি

তুয়া ভাবে তরু দেই কোর॥

শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল,

আগোরে লেপই অঙ্গ।

চমকি চমকি হরি, উঠত কত বেরি

হানত মদন তরঙ্গ॥

চলহ বিপিনে ধনি রমণীশিরোমণি

ঝাট করি ভেটহ কান।

গোবিন্দদাসের বাণী তুরিত চলহ ধনি

কানু ভেল বহুত নিদান॥ ২৭

বড়ি— বড়ই; কোর—কোল; ঝাট, তুরিত—শীঘ্র।

সুহই।

চম্পকদাম হেরি, চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানুনন্দিনী, জপয়ে রাতিদিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী, বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥
'রা' কহি 'ধা' পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি, লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল,
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ, তছু দুঃখ খণ্ডয়ে
কেবল তুয়া পরসাদ॥ ২৮

ভরমে—ভ্রমেও; পহুঁ—প্রভু; পুনি—পুনঃ; আরতি—প্রেম; ওর-সীমা। তছু—তাহার; পরসাদ—প্রসাদ, অনুগ্রহ।

(শ্রীরাগ)

চাঁদ নেহারি চন্দনে তনু লেপন
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করব অভিসার।
সুন্দরি, তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখণ জর জব
অব ইথে বিহি ভেল বাম॥
যতন হি মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ তওঁহি উড়ি যাওত
উতপত দীঘ নিশ্বাসে॥
তুয়া গুণ গান নাম জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ নব নব লেহা॥ ২৯

নিচোল—বস্ত্র; সম্বাদল—সংবাদ দিল; বিহি—বিধি; উতপত—উত্তপ্ত: লেহা—স্নেহ, অনুরাগ।

দূতী-সংবাদ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জনু অন্তর
জীবন রঙ্গ কিয়ে যাব॥
মাধব তোহে কি কহিব কাব ভঙ্গী।
প্রেম অগেয়ান, দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥
কহত সমবাদ কহই না পারই
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু শর জ্বালা॥
কালিন্দী মূল কদম্ব কানন
নামে নয়ানে ঝরে বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈসে জীয়ব বর নারী॥ ৩০

সঞে—হইতে; অগেয়ান—অজ্ঞান; পৈঠলি—প্রবেশ করিল; সমবাদ—সংবাদ; কহত—কহিতে; বিশোয়াস—বিশ্বাস করাইব।

পঠমঞ্জরী।

লোচন শ্যামক বচনহি শ্যামরু
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয় মণি শ্যামর
শ্যামর সখা করু কোল ॥
ধরব ইথে জানি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন নিন্দ ॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আয়াশাসেব
মিলবহুঁ নন্দকিশোর ॥ ৩১

উমতায়লি—উন্মত্ত করিলে; ঝামর—কৃষ্ণবর্ণ; নিন্দ—নিদ্রা; আয়াশাসেব—আশ্বাস দিব।

সখী-শিক্ষা।

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দ কলা সম বাঢ়ি॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥ ৩২

কবহুঁ—কখনও; কহসি—বল; অনুষঙ্গ—দয়া; চৌরি—গুপ্ত; বরজ-ব্রজ।

শঙ্করাভরণ।

ঐ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহুঁ মাতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥৩৩

মূল—মূল্য ; মোতি—মুক্তা।

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥৫৪

মঝু—আমার; পহিলহি—প্রথমে; বাতবিভঙ্গ—বাতাহত, অথবা বোবা; নিয়ড়ে—নিকটে, কন্দ—স্কন্ধ, অথবা স্তনমূল; আব—আসে।

সুহই।

দূর সঞে নয়ানে নয়নে যব হেরবি

নিয়ড়ে রহবি শির নায়ি।

পরশিতে শিহরি করহি কর বারবি

যতনে রোধ নিরমায়ি॥

সুন্দরি অতএ শিখায়ই তোয়।

বিনহি মান ধন কিয়ে বহুবল্লভ

কবহুঁ আপন বশ হোয়॥

পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি

হসইতে জনি তহু হাস।

করইতে মিনতি শুনই না শুনবি

করবি আনহি আন ভাষ॥

পড়ইতে চরণে বারি দিঠি পঙ্কজে

পূজবি সো মুখ চন্দ।

গোবিন্দদাস কহ যাক ধৈরয রহ

তাহে সে এত পরবন্ধ॥৩৫

সঞে = হইতে; নিয়ড়ে—নিকটে; নায়ি—অবনত করিয়া; বারবি-নিবারণ করিবে; অতএ—আরও; বিনহি—বিনা; মোড়বি—ফিরাইবে।

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরয লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মান আগে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুল শীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল হেরইতে উজোর
ধন জন গরব অন্ত॥
ভাব অন্তরে যব হোয়ত অঙ্কুর
আনতহি দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ গতি বিপরীত॥৩৬

যৈছে—যাহাতে উপহাস যোগ্য না হয়; উজোর—উজ্জ্বল; আনতহি—অন্যত্র, অন্য বিষয়ে।

অভিসার।

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণ ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় লাগি ॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীলনলিনী জনু শ্যামসিন্ধুরসে
লখই না পারই কোই ॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥৩৭

পহিরণ—পরিধান ; গোই—গোপন করিয়া ; লখই না পারই—দেখিতে পাইল না।

শঙ্করাভরণ।

ধনী ধনী চলি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম তরঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম বিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত্ত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিনী রণরণি বঙ্করাজ ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্তদাস ভণে মিলিল নিকুঞ্জবনে
পূরাইতে শ্যাম মন সাধে॥৩৮

সুলাবণি—সুলাবণ্য, সুন্দর।

বসন্ত-বিহার।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর-কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান।
পাটল তূণ অশোকদল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেবি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

পৌগণ্ড—মধ্যাবস্থা, ঘরতর নহে, ক্ষীণও নহে, মাঝামাঝি; বিল্লি—বেল; উধারল—উদ্ধার করিল।

মাথুর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর॥
নবীন রসাল মুকুল-মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥ ৪০

নওল—নবীন; উনমাতই—উন্মত্ত হইয়া; ঐছন—ঐরূপ; মতি মাতি-মন মত্ত হইল।

কল্যাণ বা বসন্ত।

ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।
রসময় রাস রভস রস মাঝ॥
রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই॥
রঙ্গিনীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতীক পিনাস।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥ ৪১

ঋতুপতি রাতি—বসন্ত রাত্রি; রাজ—বিরাজ করিতেছে; রভস—আনন্দ অবগাই—অবগাহণ করিতেছে; নটই—নাচিতেছে; রটই—শব্দ করিতেছে রবাব—বেহালার ন্যায় যন্ত্রবিশেষ; মহতীক, পিনাস—যন্ত্রবিশেষ।

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমী দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে কুরু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ, দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল।
বীণ রবাব মূরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি স বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥ ৪২

উতরোল—উচ্চশব্দ; স্বরমণ্ডল—বীণাবিশেষ; বিথারল—বিস্তারিত হইল; মোতি—মুক্তা।

রাসোৎসব।

মায়ুর।

একে সে মোহন যমুনার কূল
আর সে কেলি কদম্বের মূল,
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আর সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলালি,
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মূরছি পতিত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গোরী,
বিবিধ বসন বোলি কিশোরী,
নাচত গায়ত বলে বিভোরী,
সবহুঁ বরজ কামিনী॥
বিশাল পিনাক ভাল,
সপ্তস্বর বাজত্ তাল,
এ সব রস মণ্ডল,
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।

নূপুর ঘুঙ্গর মধুর বোল,
ঝন নন টন লোল,
হাসি হাসি কেহ কয়ত বোল,
ভালি ভালি বোলনী।
জ্ঞানদাস পঢ়ত তাল,
গায়ত মধুর অতি রসাল,
শুণত ভুলত জগত উমত,
হৃদয়পুতলী দোলনী॥ ৪৩

কানাড়া।

শরত চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন শোহন মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত-চোরণী।
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল রোলনী।

বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
একু নয়নে কাজর রেহ
যাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু
একু কুণ্ডল ডোলনী ॥
পবনে শিথিল সিঁথির বন্ধ
বেগেতে ধায়ত যুবতী-বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
বিগলিত বেণী দোলনী।
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহুঁ কাহুঁক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী ॥ ৪৪

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপনারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম:
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহেক কুটিল চাহনি ॥

হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে আওলি কানন ওর
ধোর কহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরীবন্ধ
কাহে ধাওতি যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব
বেঢ়ল বিশিখচাহনি ॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহিনী।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাঁহে মনহি গোই
ইহই আননে হোয়ে কোই
গোবিন্দদাস গায়নী। ৪৫

ক্ষেম—কুশল ; ওর—সীমা ; গোই—গোপন করিয়া

নৌকাবিহার।

বরাড়ী।

করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরী,
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়
বুঝি আজি কি আছে কপালে॥
এ কূল ও কূল, দুকূল নিরাকূল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল, উথলে যমুনার জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারী।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড়, যৌবন পাতল কর,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হৈলা প্রাণের বৈরী॥
কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হলো বিষম দায়,
মধ্যে তরঙ্গে ডুবে তরী॥ ৪৬

পইল—পড়িল। পাতল—পাতলা, হাল্কা।

মান।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

তিরোতা।

শুন মাধব! রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতনহি কত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উতর না দেল ॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদিয়া দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যে নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী ॥
তোহারি কেশ কুসুম, তৃণ, তাম্বুল
ধরলহি রাইকো আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান ॥ ৪৭

যতনহি—সযত্নে; পরকারে—প্রকারে; মানই—মানিত, পালটি—ফিরিয়া; বৈঠলি—বসিল; তছু—তাহার; আপে সিধা রহ—আপনি সরল থাকিও; কান—কানাই।

কামোদ।

গগনক চাঁদ হাতে ধরি দেয়লু
কত সমুঝায়লু রীত।
যত কিছু কহিনু সবহ ঐছন ভেল
চিত পুতলী সম বীত॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে অবুঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই।
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলু
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনী না সহে পরাণে॥
যতনহি বহু চরণে ধরি সাধলু
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে তাকর সহচরী
সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥ ৪৮

সমুঝায়নু—বুঝাইলাম। পরথাপলু—প্রস্তাব করিলাম, বর্ণনা করিলাম। আন—অন্য, বিপরীত। তুহিন—বরফ, বরিখে—বর্ষণ করে; রোখে—রোষে, তাকর—তাহার।

(সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

শ্রীরাগ।

হরি পর-সঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বরনারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পিব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব-বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥ ৪৯

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ ; মঝু আগে—আমার সম্মুখে ; ভযা -হইয়া ; নহ ভয়া—হই নাই। হাম লাগে—মাধবকে পাইবার জন্য আমি নাগরী হই নাই। যাকর · হে বরনারি (সখি), হরি যাহার হৃদয়ে প্রীতিসঞ্চার করে তাহার সহিত দুই চারি দিনের জন্য প্রণয় করিয়া থাকে। পহিলহি—প্রথমে ; ভরমে—ভ্রমে ; বিবাধ -বন্ধন, পীড়ন।

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।

ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান॥

কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।

কনয়া কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর॥

কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে চাই।

হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই॥

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।

কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৫০

চিহ্নিনু—চিনিলাম; কাঠ গুড়—কঠিন কাষ্ঠের উপর গুড মাখাইয়া মোদক করিয়াছে; কোটিকে·· পাই—এরূপ ব্যক্তি এক কোটির মধ্যে একজন দেখিতে পাই। তেজসি—ত্যাগ কর; পূজসি—পূজা কর; ধরসি—ধারণ কর।

তিরোতা।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম-পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝন্‌ঝনি সাব
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥ ৫১

* তাকর—তাহার ; দুধক—দুগ্ধের ; বিহি—বিধি ; মূল—মূলধন , সমান—সরল, সোজা।

ধানশী।

স্বজনি না কর কানু পরসঙ্গ।
পানি না সেচহ দগধল অঙ্গ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহু দোতী।
ভালে মনোমথ ভালে কানুর পিরীতি॥
ভাল জন বচন কয়লু যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জইতে ইহ পরিণাম॥
পতিলহি কি কহব আরতি রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজন হাসি॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরবক পুণ্যফলে পায়লু পরাণ॥
চন্দন তরু বলি বিথতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ॥ ৫২

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ; দগধল—দগ্ধ; দোতী—দূতী; কয়লু যত বাম-শুনিলাম না; আরতি—প্রেম, বিথতরু—বিষতরু।

তিরোতা ধানশী।

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে একপাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম।
তুহু কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত তোয়॥ ৫৩

কেদার।

স্বজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।

হিত অহিত, সবহুঁ হাম বুঝিয়ে,

আনে হোয়ত বিপরীত॥

লঘু উপকার, করয়ে যব স্বজনক,

মানয়ে শৈল সমান।

অচল হিত, করয়ে মুরুখ জনে,

মানয়ে সরিষ প্রমাণ॥

কানুর রীত, ভীত মঝু চিতহি,

না জানি কি হবে পরিণামে।

ঐছন পিরীতক, রস নাহি হোয়ত,

যৈছন কি রস মানে॥

কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখনু,

অতএ চাহিঁ সমাধান।

যাকর যো গুণ, কবহুঁ না যাওত,

জ্ঞানদাস পরমাণ॥ ৫৪

কহসি—বলিতেছ; মঝু—আমার; অতএ—অতএব; যাকর—যাহার; কবহুঁ—কখনও।

(শ্রীরাধিকার প্রতি সখীর উক্তি)

কামোদ।

দিবস তিল-আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব। ৺
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলী ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি॥
বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচকুম্ভ লখি দেই।
তুহুঁ ধনি গুণবতী উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ। ৫৫

দিবস যাব—যৌবন তিলার্দ্ধ দিন রাখিবে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে; দিনও সব বহিয়া যাইবে। কাল · লাগি=তোমার বিরহ তাহার কালস্বরূপ হইয়াছে। মাহা—মধ্যে; ডুবইতে আছয়ে—ডুবিতেছে। লখি দেই—দেখিতে দাও। উধার—উদ্ধার কর; লেই—লও।

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধবি মান।
তোহারি অবধি করি, নিশিদিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান॥
কি রসে ভুলায়লি ভুলল নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহই যদি পন্থিক
শুনইতে আকুল পরাণ॥
যো হরি হরি করি, তরিয়ে ভবার্ণব,
গোপসুত-পদ অভিলাষে।
সো হরি সদত, তুয়া নাম জপই,
দারুণ মদন তরাসে॥
পুরুষ বধের হেতু, তুহারি অভিলাষ,
কে না শিখায়লি নীত।
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি,
ভাবিতে আকুল কানুক চিত॥ ৫৬

অবধি—অপেক্ষা, আশা, তরাসে—ত্রাসে।

(শ্রীরাধার উক্তি)

ধানশী।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর-শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়াণ॥
তপ বরত কত, করি দিন-যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়॥
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায়॥
সে অবধি মোর, এ শেল রহিল বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া॥ ৫৭

বরত—ব্রত।

(সখীর উক্তি)

সুহই।

সহজহি শ্যাম স্থকোমল শীতল
দিনকর কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশ পবন নব পরশিতে
মলয়জ পঙ্ক শুকায়॥
স্বজনি কতয়ে বুঝায়ব নীতি।
কানু কঠিন পথ করল আরোহণ
শুনি শুনি তোহার পিরীতি॥
অনুখণ দুনয়নে নীর নাহি তেজই
বিরহ অনলে দিয়া জারি।
পাবক পরশে সরস দারু যৈছে
এক দিশে নিকশই বারি॥
সজল নলিনী দলে শেজ বিছায়ই
শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে চামর ঢুলাইতে
অধিক উপজি পরমাদে॥ ৫৮

পাবক ইত্যাদি—সরস কাষ্ঠে আগুন লাগিলে যেমন একদিক দিয়া জল বাহির হয়।

বরাড়ী।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে,
রহিতে নাহিক প্রীতি আশে।
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে,
অন্তরে উপজে তরাসে॥
স্বজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতী উহ রসিক শিরোমণি,
হঠ রস না করহ বাধা॥
প্রেম রতন জন্মু, কনক কলস পুন,
ভাগ্যে যো হোয় নিরমাণ।
মোতিম হার, বারশত টুটয়ে,
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হর-কোপানলে, মদন দহন ভেল,
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান, কানু মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥ ৫৯

মহেশ—শিবলিঙ্গ (স্তনের সহিত উপমা)।

সুহই।

মানিনি, হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।

নাহি নিকট পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি॥

দিনকর বন্ধু কমল যবে জানয়ে
জল তোহি জীবন হোয়।

পঙ্ক বিহীন তনু ভানু শুখায়ত
জলহি পচায়ত সোয়॥

নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত যোই।

তাকর বিরহে সকল সুখ সম্পদ
খেণে দগধই সোই।

তুহুঁ ধনি গুণবতী বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভায।

শুনইতে রাই হৃদয়ে ভেল গদগদ
অনুমত করল প্রকাশ॥

জ্ঞানদাস কহে সুন্দরী সুন্দর
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।

হেরব নয়ন মোর সফল করতুঁ
যুগল পরমহি সাজ॥ ৬০

নাহি—নাথকে; অভাগি—দুর্ভাগ্য; সোয়—তাহাকে।

মান ভঞ্জন।

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয়॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তহি লাগি কেলি কদম্বে করি বাস॥
রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥
তোমার অধররস পানে মোর আশ।
কবচ লিখিয়া লই মুই তুয়া দাস॥
মনোমথ কোটি মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও॥ ৬১

কবচ—খত ; মথন—মন্থন।

ধানশী।

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ॥
হামা বিনে নয়ানে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি গুরু গৌরব আশ॥
এ সব করজ ধরব যব হাত।
তবহি তোহারি সঙ্গে মরমকি বাত॥
তব ঘনশ্যাম রহল মুখ গোই।
কাতব নাহ কহত তব রোই॥ ৬২

লেহ—স্নেহ, প্রেম; সাখী—সাক্ষী; করজ—খত, এসব হাত—যদি তুমি এই খত লিখিয়া দাও; গোই—গোপন করিয়া, ঢাকিযা, নাহ—নাথ; হক—তকহিল; রোই—রোদন করিয়া।

ভাটিয়ারী।

রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন বেদন, না যায় সহন,
শরণ লইনু তোর॥
ও চাঁদ মুখের, মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ,
আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের, পরশে আমার,
চিরজীবী হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ, সকলি আমার,
করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার,
তুমি সে নয়ানের তারা।
আধ তিল আমি, তোমা না দেখিলে,
সব বাসি আন্ধিয়ারা॥
এত পরিহারে, কহিতে তোমারে,
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া, লেহয়ে আমার,
দাস করি অভিমান॥
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
এ কোন ভাব যুকতি।
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া,
কেন না করহ প্রীতি॥ ৬৩

আন্ধিয়ারা—অন্ধকার; করজ—নখ।

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
পীতবন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
বাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখি আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরিচিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী ॥
এতু ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥৬৪

পরখসি—পরীক্ষা করিতেছ, লেহ্—লও, বিহি—বিধি।

শ্রীরাগ ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার ।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার ॥
যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও ।
সে চাঁদ-বদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে ।
সোণা শত গুণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ-ধূলি পরশিতে করি সাধ ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ ॥ ৬৫

———

কলহান্তরিতা।

সুহই।

আকুল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সহ
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
স্বজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনী রোখই
সো তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরয লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ॥৬৬

পহিলে—প্রথমে, কহ—বলি; দোখে—দোষে; রোখই—রোষ করে, জগমাহ—জগতের মধ্যে; তাকর—তাহার।

সুহই।

কুলবতী হোই নয়নে জানি হেরই
হেরত পুন জানি কান।
কানু হেরি জনু প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥
স্বজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ।
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ॥
যো মঝু চরণ পরশ রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনি তনু জরজর
পরশ পরেশ সম ভেল॥
সহচরী মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপনু কাণ।
গোবিন্দদাস সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান॥৬৭

অব—এখন; নিকসয়ে—বাহির হয়; মুঝে—আমাকে; মোহে—আমাকে; সমুঝায়ল—বুঝাইল।

বাসক সজ্জা।

সুহই।

মধু-ঋতু রজনী উজোয়ল হিমকর
মলয় সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে চপল মনোভবে
মনহি বিথারল দ্বন্দ্ব॥
স্বজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দী-কূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥
কিশলয় দহন- শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজকুল-নাদ মন্ত্রে তনু জারব
যাই যাই প্রেমকলঙ্কা।
চিত্তরতন মঝু কানু পাশে রহল
অবহুঁ না মিলিল যোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
আপহি মিলব সোই॥৬৮

উজোয়ল—উজ্জ্বল হইল, আশোযাসে—আশ্বাসে, সম্বাদহ—সংবাদ দাও, দ্বিজ—পক্ষী, বিরমহ—নিবৃত্ত হও।

মুরলী-শিক্ষা।

(শ্রীরাধার উক্তি)

কানাড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥ ৬৯

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

কামোদ।

আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা।
তোমা দরশনে গেল মনসিজবাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনা দশদিগ হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥
তোহার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবন-সীমা।
যত কিছু লীলা-খেলা তোমারি মহিমা॥
জানে সব ব্রজজন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সব জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীতবাসে শ্যাম চরণ-ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মুঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥৭০

(শ্রীরাধার উক্তি)

ধানশী।

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥
ভাল হৈল আইলা রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥ ৭১

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

বিহাগড়া।

ধরবা ধরবা ধর, মোর পীতবাস পর,
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব, বনমালা পরাইব,
চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোণা বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ, কদম্ব হিলনে থাক,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥
মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলি লোলায়্যা দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥ ৭২

প্রেমবৈচিত্র্য।

ধানশী।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে

তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু

নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু

শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু

না বুঝনু কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন

অনুভব কাহু না পেখ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মিলল এক॥৭৩

বাখানিতে—বর্ণনা করিতে; তিরপিত—তৃপ্ত; রভসে—আনন্দে; জুড়ন না গেলি—তৃপ্ত হইল না, বিদগধ—রসিক; কাহু—কাহারেও পেখ- দেখিলাম।

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥৭৪

কোরে—কোলে ; বিনু—বিনা ; জনু—যেন ; কবহুঁ—কখনও।

সিন্ধুড়া।

"আমি যাই যাই" বলি বোল তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
কবে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আবতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু ॥৭৫

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কেমন আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
অনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগৎ সুখী॥৭৬

ভেজাই—লাগাই।

সুহই।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দবিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল, আপনি চিবিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া, ঈষৎ হাসিয়া,
মুখে মুখ দিয়া লয়॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥ ৭৭॥

সিন্ধুড়া।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।

আঁখি পালটিতে নহে পরতীত,

যেন দরিদ্রের হেম॥

হিয়ায় হিয়ায়, লাগিব লাগিয়া,

চন্দন না মাখে অঙ্গে।

গায়ের ছায়া, ষাইয়ের দোসব,

সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥

তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে,

আঁচরে মোছয়ে ঘাম।

কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে

তেঞি সদা লয়ে নাম॥

জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে

রসের পসরা কাছে।

জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি

আর কি জগতে আছে॥ ৭৮

কৌরাগিণী।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদ্রের অলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি ত্যজিয়ে দীর্ঘশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি, দোহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥ ৭৯

গান্ধার।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙারিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ [illegible] আভরণ ত্যাজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥ ৮০

সুহই।

তুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি,
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি, এ জাতি জীবন,
তাঁহারে সঁপিয়াছি॥
প্রাণসই কি আর কুল-বিচারে।
প্রাণবঁধুয়া বিনু, তিলেক না জীউ,
কি মোর সোদর [illegible]॥
সে রূপ-সাগরে, নয়ান ডুবিল,
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল মন,
আনিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
আগুন দিবে দুয়ারে॥ ৮১

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হইয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হৈয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥
আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥ ৮২

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই, সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরীত করয়ে
কি জানি কি তার হয়॥
সহজে রসের আকর সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি ও গিম দোলনী
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে সো পিয়া পিরীতি
মরমে পশিল তোর॥ ৮৩

সিন্ধুড়া।

যব দেখা দেখি হয়ে, হেন তার মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি।
কি দিয়া শুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥
রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়, তোমার চরিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥ ৮৪

ধানশী।

শিশু কাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারে পাশরিতে
কি দিয়া শুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ,
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া,
তখন সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিন,
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী,
পিরীতি বান্ধল তায়॥ ৮৫

লেহা—প্রেম ; ভিন—ভিন্ন ; বাউল—পাগল ; আহীর -গোপ।

সিন্ধুড়া।

নিজ পরসঙ্গ স্বপনে না কবে
আনয়ে পাতে না কাণ ॥
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না বহে
নিরখে বঁধু বয়ান ॥
সই, কিনা সে বন্ধুর পিরীতি কি রীতি
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে কত উঠে চিতে
পরাণ নিছনি দি॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসিয়া মিশালে রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ ॥
এত করি মোরে কোরে আগোরয়
রচয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ
যাহে এ পিরীতি লেশ ॥৮৬

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ ; সিনায়—স্নান করায় ; কোরে—কোলে।

কামোদ।

নব নব গুণগণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশ রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগব
কো ধনী বিছুরয়ে পার॥
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি তরজন,
কুলবতী কুবচন ভাষ।
যত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব,
মুরলী রব আশোয়াস॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল,
প্রেম-পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস, যতন করি রাখত,
লাজক জলে আগোর॥৮৭

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
স্বজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না শুনে ধরম ভয় লেশ॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত,
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন্ ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে,
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহি এক মনোরথ, যদি হয়ে অনুরত,
পুছত গোবিন্দদাস॥ ৮৮

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহহুতাশে॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
হেম আঁচরে রহু ভরমিত যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি॥
কাঁহা গেও সো বঁধু রসিক সুনাগব
মোহে তেজল কতি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মরম বেদনে রহু জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুরে।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূরে॥ ৮৯

বিলসই—বিহার করিয়া; শুতলি—শুইল: রোয়ই—রোদন করিতে লাগিল, হেম আঁচরে—আঁচলে সোনা থাকিতে লোকে যেমন ভুল করিয়া অন্য স্থানে সেই সোনা খুঁজিয়া বেড়ায়। ভরমিত—ভ্রান্ত; কতি লাগি—কিসের লাগিয়া, কি জন্য।

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা-পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥৯০

তথা রাগ।

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্নতলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥৯১

সিনান—স্নান; দোপর—দ্বিপ্রহর; তপত—উত্তপ্ত; বেলে—বেলায়।

সুহই।

কি হৈল কি হৈল সই জ্বালার উপর জ্বালা।
পথে যাইতে দেখা হইলে বসন টানে কালা॥
ভরম কৈনু সরম কৈনু বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা ধরে আমার হাতে॥
কালার সনে রসের কথায় মনে পাইনু সুখ।
গোপত কথা বেকত হৈল এই সে বড় দুখ॥
ছলবলকে চতুর বলি হেটমুড়াকে জপু।
রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেঁপু॥
লোচন বলে আলো দিদি গালি দিলা কেনে
কালা বই রসিক নাই এ তিন ভুবনে॥৯২

ছলবলকে ;—যে ছলবল জানে তাহাকে বলি চতুর ; যে হেটমুণ্ড হইয়া তপস্যা করে তাহাকে বলি যোগী ; যে রস বুঝে তাহাকে বলি রসিক ; আর যে না বুঝে তাহার ভেঁপুই করা সার, অর্থাৎ সে নিতান্ত বেরসিক।

তুড়ী।

সই কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি বেকত করয়ে
এ বড় মরমে দুখ॥
এত টীটপণা করে কোন জনা
বুঝিনু তাহার মতি।
মোর অপযশে সকলে হাসয়ে
ইথে কি পাইবে সিদ্ধি॥
আর এক দিন সিনানে যাইতে
আঁচল ধরিল মোর।
তথা দুই চারি নাগরী আছিল
হাসিয়া হইল ভোর॥
পরশ পাইয়া অবশ হইনু
ইহাতে করিব কি।
শেখর কহে কি করিবে লোকে
তোমার নিছনি দি॥ ৯৩

সুহই।

সুন্দরি বুঝিনু মনের ভাব।
প্রেম রতন গোপতে পাইয়া
ভাড়িলে কি হবে লাভ॥
আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরীত রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল
রতি প্রেম তরঙ্গ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পার
চরণ হইল হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ বনে
রঙ্গেতে হইয়াছে ভোরা॥
পুছিলে না কহ মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিত চিত॥ ৯৪

গোপতে—গোপনে; ভাড়ালে—ভাঁড়াইলে, লুকাইলে; বেকত- ব্যক্ত।

সুহই।

মরম কহিনু মো পুন ঠেকিনু
সে জনার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চোখে লাগি থাকে
তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
সদাই রাখিতে চায়॥
হার নাহি পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন না মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
সোয়াস্ত নাহিক পায়॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লয়॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥৯৫॥

তুড়ী।

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি কিবা সে পিরীতি
জীতে কি পাসরিতে পারি॥
নিশ্বাস ছাড়িতে গণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া মরিব বলিয়া
আপনা দিয়া কত নিছে॥
না জানি কি সুখে দাঁড়াঞা সমুখে
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে॥৯৬

জীতে—বাঁচিয়া থাকিতে।

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিষ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
ছি ছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবুত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥৯৭

কলপ—কল্প; সাঁচে—ছাঁচে; সায়রে—সাগরে; সিনান—স্নান; হারাঙ-হারাই, পহুঁ—প্রভু; থির—স্থির।

গান্ধার।

রাগ তাল তুহুঁ হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ
জানলু বচনক রীতে।
গ্রাম তিন স্বর বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে॥
গুণবতি অতএ নিবেদয়ে তোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয়॥
মুরলী ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব
শিখব সুমধুর গান।
গোরী শ্যাম নট, তব নহ দুরঘট
হোয়ব মিলন সন্ধান॥
মুখহিঁ মুখ যব তুহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব হাম।
ভণ রাধামোহন রচন বচন পুন,
ভালে সে জানয়ে শ্যাম॥৯৮

ধয়লি—ধর; জানসি—জান, নিবেদয়ে—নিবেদন করি; শিখায়বি-শিখাইবে।

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পীরিতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতি তলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না যুয়ায়। ৯৯

সুহই।

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহুঁ জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহুঁ ভাগি॥
স্বজনি এত দিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥
কানু অনুরাগ ভুজগে গরাসল
কুলদাঁদুরী মতি মন্দ॥
আপনক চরিত, আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন কহিতে কহি আন।

কবহুঁ—কখনও; সিন্ধুক—সিন্ধুর, সমুদ্রের; যুয়াব—যোগ্য হয়, উচিত হয়। ৯৯

ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি সপতিক ঠাম ॥
নিদহুঁ নিঁদ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পবমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাথী ॥ ১০০

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।
সই, কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে বলিব ॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পরে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার ॥

সর্প যেরূপ ভেক গ্রাস করে, সেইরূপ কানুর প্রেম আমার কুলশীল গ্রাস করিল ; অর্থাৎ কানুর প্রেমে আর জাতিকুলশীল রহিল না। নিদ—নিদ্রা। ১০০

গুরু পরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে পরে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥১০১

ললিত।

এই মাগি শ্যাম পায় অবলা মনে॥
হেন সাধ করে মনে প্রিয় লাগ পাম।
চক্ষুর পুতুল আড়ে সে নিধি লুকাম॥
দেখি দেখি নয়নের সাধ না পুরায়।
শুনি কর্ণে মধু বাক্য শান্ত নাহি পায়॥
নয়নে অন্তরে রাখি দেখি নিরন্তর।
হৃদয়ে কমল রসে রাখিতে ভ্রমর॥
আলিরাজা ভণে অই গীতি নিশিদিন।
শ্যাম পদে শ্রদ্ধা এই যেন জলে মীন॥ ১০২

পাম—পাই ; লুকাম—লুকাই। ১০২

পিরীতি-রহস্য।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥
সই এ কথা কহিব কারে।
হিয়ার ভিতরে বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়ায়া
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুলে রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১০৩

তিতিল—তিক্ত হইল, দে—দেহ; আরতি—আসক্তি; লোকচরচায়-লোকচর্চ্চায়, লোকনিন্দায়; মনু—মরিলাম।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল,
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম-পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল-মাধুরী,
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ॥
সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে॥
ধরম করম লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার॥ ১০৪

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহলা,
পড়সী জিয়াল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঞি॥ ১০৫

বায়—বাতাস; শিহলা - শেওলা; পড়শী—প্রতিবেশী।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল,
পরাণপুতলি যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস-বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥ ১০৬

গঢ়ল—গড়িল; নিবাইল নহে—নিবিল না।

শ্রীরাগ।

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পিরীতি, আপনা বেচিয়া,
নিছি দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ-সায়রে, নয়ান ডুবিল,
সে গুণে বান্ধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবিল যে চিত,
নিবারিব কিবা দিয়া।
খাইতে খাইয়ছি, শুইতে শুইছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিবে দুয়ারে॥ ১০৭

পরতীত—প্রতীতি, বিশ্বাস; সায়রে—সাগরে।

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি-মূরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিলা।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিলা॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে;
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবোধ মূঢ় যে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
পরচরচায় থাকে॥ ১০৮

সিরজিল—সৃজন করিল. অবধি—সীমা; কাহাতে—কাহাকে।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন॥
বল না কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ১০৯

সরবস—সর্ব্বস্ব।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
ঝালেতে ঝালিল দে।
স্বাদু নহিল, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাড়াইনু তাতে।
তবে সে স্বজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া,
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥ ১১০

দে—দেহ।

ধানশী।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়।
কাঞ্চন পীযূষে, মদন সহিতে,
মাখিলে এমতি লয়॥
সই কিবা কারিগর সেহ।
এসব সংযোগ, কেমনে করিল,
কেমনে গঠিল দেহ॥
সিন্ধুর ভিতরে, অমিয়া থাকয়ে,
কেমতে পাইল এ।
মাটীর ভিতরে, কাঞ্চন গড়য়ে,
সন্দেহ এ বড়ি এ॥
মদন মাদন, থাকে কোন স্থানে,
বুঝিতে হয় সন্দেহ।
এ তিন আনিয়া, একত্র ছানিয়া,
গড়িল কেমন দেহ॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিলেক ঘুণে,
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।

কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি অনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে॥ ১১১

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোণা যে কিনিনু,
ভূষণে ভূষিত দেহ।
সোণা যে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ॥
সই মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা॥
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।

খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে,
বিধি করে অনুবাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে, বাশুলী-কৃপায়,
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায় ॥ ১১২

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা ফিরা ॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।

বাশুলী—চণ্ডীদাসের গ্রামের দেবী বিশেষ।

মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না থায় তারে ॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত ॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
সুখ যে পাইব কোথা ॥ ১১৩

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
কি না করিব বিধানে ॥

নান্নুর—চণ্ডীদাসের গ্রামের নাম।

সই জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবব কাল হাতে লই জাল,
ত্বরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে।
চণ্ডীদাস মন, বাশুলী-চরণ,
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥ ১১৪

বেয়াধি—ব্যাধি ; কদর্থন—কুপ্রবৃত্তি ; জারে—জর্জ্জরিত হয় ; একান্ত-একাগ্র মন।

ধানশী।

আমরা সরল, পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু পতি,
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল, পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীতি রীতি॥
মাটী খেদাইয়া খাল বানাইয়া,
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া,
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা, দরিয়াতে লৈঞা,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়
তুমি সে ভাবহ তারে॥ ১১৫

বিছুরিনু—ভুলিলাম, ত্যাগ করিলাম; খেদাইয়া—খুঁড়িয়া।

সুহিনী।

শুন সহচরি. না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি, কানুর পিরীতি,
কোথাই তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে, থাকে কোন্ স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে, পারাপার করে.
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা॥
নয়নে শ্রবণে, বচনে চলনে,
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার, দেখি নরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি-নগরে বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি-বাস॥ ১১৬

বা—বাতাস; সোঙরি—স্মরণ করিয়া।

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পীরিতি-মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই, মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া
হিয়ারে মাঝাবে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি, না দেখি, কি করিব সখি,
আগুণ হৈল ফুল॥
ফুলেব উপর, চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাস কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ॥ ১১৭

শ্রীরাগ ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ ।
রোপন করিতে, গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ ॥
সই, প্রেম-তরু কেন হৈল ।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিঁচিতে জনম গেল ॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে ।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে ॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে ।
কানুর পীরিতি, শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে ॥
যত মনে ছিল, সকলি পুরিল,
আর না চাহিব লেহা ।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমন ধরিব দেহা ॥ ১১৮

ধানশী।

আগো সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে পিরীতি করিয়া
কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি শুইতে পিরীতি
পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে আকুল হইয়া
পরাণ পিরীতি সাখী॥
পিরীতি আঁখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে পিরীতি করিয়া
নিছিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডীদাস কয় অসীম পিরীতি
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া যতেক রাখিবে
পিরীতি পাইবা তত॥ ১১৯

সাখী—সাক্ষী ; আঁখর—অক্ষর ; মূল—মূল্য।

শ্রীরাগ।

সই, মরম কহিয়ে তোকে ॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
কভু না আনিব মুখে ॥
পিরীতি মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
যেন না পড়য়ে মনে ॥
পিরীতি পাবক পরশ করিয়া
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥ ১২০

শ্রীরাগ।

সই, আর কি বলিব তোরে।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে॥
পিরীতি পিরীতি কভু না স্মরিব
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে বসতি ত্যজিব
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস॥ ১২১

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন হইল মিলন
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়॥
যে মোর পরাণে মরম ব্যথিত
তারে বা কিসের ভয়।
অতি দুরন্তর বিষম পিরীতি
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া বিরলে বসিয়া
না ছিল দোসরজনা।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
পরাণ উপরে হানা॥
যেন মলয়জ ঘষিতে শিলায়
অধিক সৌরভময়।
শ্যাম বঁধুয়ার ঐছন পিরীতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ১২২

সিন্ধুড়া।

এমত ব্যভার না জানি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে॥
মনের মরম জানিবে কে॥
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানিবে পরের বেদনা
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥ ১২৩

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজ পিরীতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জরজর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বঁধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুলকলঙ্কিনী, বলে দেয় গালি,
গুরু-পরিজন মিলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়ে,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।

আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজনারী।
পিবীতি ঝুলিটি, কান্ধেতে করিয়া,
পিরীতি নগবে ফিরি॥ ১২৪

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি বাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি-রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে॥ ১২৫

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল ॥
পরাণে পরাণে, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধুলোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ে যায় চলি,
এমত তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত, যে করে পিরীত,
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যে দরশন পায় ॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ-আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ-চণ্ডীদাসে ॥ ১২৬

বরাড়ী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল 'পি'।
সুধার সায়রে, মথন করিয়া,
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পরীতি বন্ধন, না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১২৭

শ্রীরাগ ।

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা ।
বিরিখের ফল, নহে ত পিরীত,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে ।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥
পিবীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে ।
পরকে আপন, করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ ॥ ১২৮

বিরিখের—বৃক্ষের ।

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি কবিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনে সকল পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি-আসকে সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব,
পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি-বালিশে, আলস ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার, বেশর করিব,
দুলিবে নয়ন-কোণে।
পিরীতি-অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ১২৯

আসকে—আসক্তিতে; সিথান—বালিস; সরসে—সরোবরে; বেশর—নাসিকার অলঙ্কার, নথবিশেষ।

ধানশী।

পিরীতির রীত কোন অবগাহক
সহজেই বঙ্কিম সোই।
সো রস ধাধসে ধস ধস অন্তব
পঞ্জর জর জর হোই॥
স্বজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি নিতি চিতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে বিয়াকুল দেহা॥
পরশ হোই যো ধনী জীয়য়ে
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ দূরে রহু লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে॥
মরমক বোল কহত হিয়া লোভত
কো কহ জনি পরবাদে।
গোবিন্দদাস বচনে হাম ভোলনু
তাহে এত পরমাদে॥ ১৩০

অবগাহক—বুঝিবে; ধাধসে—তাড়নে; লেহা—স্নেহ, বিয়াকুল—ব্যাকুল; দুলহ—দুর্লভ; বোল—কথা।

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে না রহে পরাণ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি করিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
পিরীতি মিরিতি তূলে তৌলাইয়া
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে না কি জীয়য়ে আর॥
সবাই কহয়ে পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
নিতি নৌতুন রঙ্গ॥ ১৩১

পঞ্চম।

কোথাতে রাখিমু লুকাইয়া রে।
পিরীতি তোরে কিরূপে রাখিমু লুকাইয়া॥
দারুণি আনল প্রেমে ঠাকুরের তনু ঘর্ম্মে
ত্রিভুবন পুড়ি করে ছার।
মহারত্ন প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মোর
সর্ব্বজগৎ যেই অধিকার॥
যে পালে পিরীতি সার ত্রিলোক নিছনি তার
কান্ত সোহাগিনী সে সকল।
যে জন পিরীতি ছাড়া সে সব জীয়তে মরা
আদি অন্তে নাই তার ফল॥
প্রেম রত্ন নিধি বস্তু গুরুপদ সিদ্ধিরস্তু
হীন আলিরাজা মাগে দান।
জানাও প্রেমের পাঠ করাও পিরীতি নাট
সর্ব্ব অঙ্গে গাহে প্রেম গান॥ ১৩২

আক্ষেপানুরাগ।

(নায়ক সম্বোধনে)

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবু তঃআন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥ ১৩৩

সন্দেশ—সন্দেহ।

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা, ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুঞি ত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি॥
পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু,
বিষেতে জারিল দে॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিক বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ॥

চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
তবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুঁষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন বয়॥ ১৩৪

অখলা—সরল ; জারিল—জর্জ্জরিত হইল ; দে—দেহ।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥ ১৩৫

ভায়—দীপ্তিপায়, স্থান পায় ; ভরমে—ভ্রমে ; পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে ; দরবয়ে—দ্রব হয়।

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপম, আপন কৈনু পর॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ১৩৬

সোতের—স্রোতের; শেঁওলি—শেওলা।

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই।
অনুক্ষণ গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥ ১৩৭

ভুক—ক্ষুধা; যুয়ায়—যোগ্য হয়।

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কৈরাছি পিরীতি
কাহারে করব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইবে এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি
করয়ে সুজন সনে॥ ১৩৮

কৈরাছি—করিয়াছি ; অলপ—অল্প ; ঝুরিয়া—কাঁদিয়া ; অনেক আশার—বেশী আশাভরসা করিনা ; কেবলমাত্র তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয় ; প্রথমে যে প্রেম ছিল এখন তাহার অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক নাই।

কামোদ।

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।

যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝ

না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥

লোকমুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু

আমারে কুমতি দিল বিধি।

না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ

দুখ রহে জনম অবধি॥

কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর

স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর।

গগন-ইন্দু আনিয়া করে করে দর্শাইয়া

এবে কেন এমতি আচর॥

পিরীতি পরশে যায় হিয়া নাহি দরবায়

সে কেন পিরীতি করে সাধ।

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় মোর মনে নাহি লয়

ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥ ১৩৯

লখি—লক্ষ্য করিয়া ; যায়—যার ; দরবায়—দ্রব হয়।

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী হই কলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন কহিলে কি যায়
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের পিরীতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিষম
শুন বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ হইলে বিপদ
এমতি না হউ কেহু॥ ১৪০

বিষদ—বিষদাতা, কষ্টদায়ক। বহু—স্ত্রী।

শ্রীরাগ।

ভাল হইল বঁধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥
সহজে অবলা, অথলা হৃদয়,
ভুলিনু পরের বোলে।
অনেক পিরীতির, অনেক দোষ,
যেন দুপুরে আন্ধার বোলে॥
বাদিয়ার বাজী যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি এ কোই রীতি।
সমুখে সরস, অন্তরে নীরস,
বুঝিনু কাজের গতি॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,
কেবল দুখের ঘর॥ ১৪১

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই বুঝিনু তোমার চিত।

আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমতি তোমার রীত॥
যখন আমাকে, সদয় আছিলা,
পিরীতি করিলা বড়।
এখনি কি লাগি, হইলা বিরাগী,
নিদুয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে,
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে, খলের বচনে,
পরাণ সঁপিনু তায়॥
তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে,
যে দুঃখ উঠিতে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা,
তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে,
সে দুঃখ কহিব কারে॥
পূরবে জানিতাঙ, হইবে এমতি,
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈরয ধরি রহ,
আপন সুখের কাজে॥ ১৪২

ধানশী।

বঁধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।

আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি,
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥
সহজে বরণ কাল, তিমিরপুঞ্জ ভেল,
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল,
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি বনাইলে মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর,
এবে তুমি দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহি জানি,
সকলি কহলি সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে,
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ॥ ১৪৩

সুহই।

কি খেনে হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়ানে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথপানে।
মনের যতেক দুখ পরাণ তা জানে॥
শ্বাশুড়ী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তমদাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পিয়াসে॥ ১৪৪

খেনে—ক্ষণে : ভরমে—ভ্রমে।

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন বাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ১৪৫

শ্রীরাগ।

সে কাল গেল বৈয়া বঁধু সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি কত না করিতা রৈয়া॥
বেশেব লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা আর চিনিবে কেনে॥
বুলি বেড়াঞা নাম লইয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিনু কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥ ১৪৬

বৈয়া—বহিয়া; করিতা—করিতে; ফিরিতা—ফিরিতে, বাইয়া—বাজাইয়া।

গান্ধার।

ওহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে চাহিলা কি দোষে ছাড়িলা
নবীন পিরীতি খানি॥
তোমার পিরীতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম এমনি যাবে॥
ভাল হৈল কান দিলা সমাধান
বুঝিলাম অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিলাম
ভুবন ভরিল লাজে॥
যখন আমার ছিল শুভদিন
তখনে বাসিতা ভাল।
এখনে এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল॥
কহয়ে শেখর বন্ধুর পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥ ১৪৭

আসাবরী।

হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস।
তোমার পিরীতি হরি হইল রাধার বৈরী
জাতিধর্ম্ম করিল বিনাশ॥
তোমার পিরীতি বাদে কলঙ্কিনী হৈলুম রাধে
তথাপি তোমার মনে রিষ।
পন্থ নিরখিয়া থাকি কায় প্রাণে ভক্তি ডাকি
কান্দিয়া পোহাই অহর্নিশ॥
প্রেমমূলে দাসী করি কি হেতু না চাহ ফিরি
নিশি দিশি অই মোর দুখ।
রাধার পরাণ তনু মীন প্রায় জল বিনু
না দেখি হরির চন্দ্র মুখ॥
হীন আলিরাজা বলে হরি-রাধা পদতলে
শুন ঠাকুরাণী রাধা সার।
যে রামা হরিবে ভজে কদাচিত নাহি তেজে
হরি নিত্য বিদিতে রাধার॥ ১৪৮

ধানশী।

একে ত কুলের বধূ আরত অবলা।
কতেক সহিমু নাথ কলঙ্কের জ্বালা॥
ঘরে গঞ্জে গুরুজন বাহিরে রবির তাপ।
পরের পিরীতি নাথ আন্ধার ঘরে সাপ॥
ঐ কূলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী।
উড়ি যাইতাম সাধ করে পাখা না দেয় বিধি॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে মনেতে ভাবিয়া।
তন জ্বলে মন পোড়ে ঐ বন্ধের লাগিয়া॥ ১৪৯

সহিমু—সহিব; তন—তনু; বন্ধের—বন্ধুর।

আক্ষেপানুরাগ।

(সখী-সম্বোধনে)

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে॥
সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে না চাহিও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর না মানে আপন পর
মরমে ভেদিয়া যায় থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥ ১৫০

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে খাইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরয ধরম
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী॥ ১৫১

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হবে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু-মুখে শশী মসি লাভ॥ ১৫২

বৌহারী—বধূ, গুপতে—গোপনে; মসি—কলঙ্ক

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশিদিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ ১৫৩

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না
প্রাণ আন চান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হৈলাম দোষী॥
গোকুল নগবে কেবা কিনা কবে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে লোক-চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া জগতের বৈরী
আপনা বলিব কারে।
তোমরা পরাণের ব্যথিত আছিলা
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষী হইলে
কে ছাড়ে আপন অঙ্গ॥
নন্দের নন্দন গোকুল-কানাই
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া নিছিয়া লইনু
অনাদি জনমকালে॥
রাধা বলি ডাকি সুধাইতে নাই
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা
বঁধুয়া আপন হৈলে॥ ১৫৪

সিন্দুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরে ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালমাণিকের মালা গাঁথি নিজ গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্কছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥ ১৫৫

ভরমিব—ভ্রমণ করিব; মরণের সাথী—অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম।

তুড়ি।

আগুনি জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া মো পুনি মরিব
নতুবা লউক শমন॥
সই জ্বালহ অনল চিতা।
সীমন্তিনী লইয়া কেশ সাজাইয়া
সিন্দূর দেহ যে সীঁথা॥
তনু তেয়াগিয়া সিদ্ধ যে হইব
সাধিব মনের মত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে বিরহ-বেদনা
পরের লাগয়ে যত।
তাপিত হইলে তাপ সে জানয়ে
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ-বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর-দরদের
দরদী হইলে হয়॥ ১৫৬

ধানশী।

সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহার লাগিল
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা অন্তরে না ছাড়ে
কালা হইল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৫৭

সুহই।

কাল-জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥ ১৫৮

বরাড়ী।

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা-সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।

যেখানে সেখানে থাকি বাঁশীটী শুনিয়ে যদি
দুটী হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
জপিতে জপিতে হরি তনু মন করে চুরি
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা॥ ১৫৯

তুড়ী।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন পড়ে গো॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোকপানে গো।
তার কথায় না রয় মন তারে কেন টানে গো॥
খাইতে যদি বসি তবে খাইতে কেন নারি গো।
কেশপানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই, কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো।
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥ ১৬০

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
কানুর পিরীতিখানি তিলে পাছে ছুটে॥
গডন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যতদুর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥ ১৬৮

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ　　　মনে ছিল সাধ
　　সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে　　　ছাড়িতে নারিব
　　সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি　　　শেলের ঘা
　　পশিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে　　　ব্যথাটি বাড়িল
　　এ দুখ কহিব কাকে॥

অন্য ব্যথা নয় বোধে শোধে যায়
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কুলবতী হৈয়া কুল তেয়াগিয়া
কেমনে রৈয়াছে সয়া॥
হিয়া দরদর করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল সাঁধাইল
বলনা কি বুদ্ধি করি॥
আমরা অথল হৃদয় সরল
কথায় ভুলিয়া গেনু।
পবেব কথায় পিরীতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া মনু॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুখের ঘর॥ ১৬২

ধানশী।

সখি রে, মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে
সদাই চমকে চিত॥
যে জন যে বল আমারে বল
ছাড়িতে নারিব কালা।
কুল তেয়াগিনু ভরম ছাড়িনু
লইনু কলঙ্ক-ডালা॥
সে ডালি মাথায় করি দেশে দেশে ফিরি
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরে যে ডুবিয়া
কি তার আপন পরে॥ ১৬৩

তুড়ি।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী॥

কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত॥ ১৬৪

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা॥
সই ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যে দিন যেখানে যে সব পিরীতি
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হৈয়া রহিনু
শুনিতাম মৃদু বেণু॥
এত রূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সহে
বিষম বিষের জ্বালা॥ ১৬৫

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে!
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৬৬

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া সুঝিয়া বলিবে
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পিরীতি না করে বেকতি
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া কেন না বলিলে
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পিরীতি যাহার সনে॥
সই, এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী মজন যে হরি
নিচয় ছাড়িয়া গেল॥

আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক করিনু সালঙ্ক
তবু যে না পানু হরি॥
পুরুষ পরশ হইল দুরস
বিছুরি আপন রীতি।
জনম অবধি না পাই সোয়াতি
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাস কয় সুজন যে হয়
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥ ১৬৭

ধানশী।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥

সালঙ্ক—অলঙ্কার ; সোয়াতি—সোয়াস্তি, শান্তি।

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কায় হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমনি করিছে
সৈমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তর মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পর-মনে দুখে॥ ১৬৮

গান্ধার।

দেখিব যে দিনে আপন নয়নে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব কেশ ঘুচাইব
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
এত যে সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি আমার যে মতি
তেমতি পুড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে॥ ১৬৯

ধানশী।

সই, তাহারে বলিব কি।
এমতি করিয়া শপথি করিলে
বৃথায় জীবন জি॥
ধরম গুণে ভঁয় না মানে
এমত ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥

সীদতি—কষ্ট পাইতেছে।

বিনি যে পরখি রূপ যে দরখি
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া কলঙ্ক হইল
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন সহি সদাতন
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া গরল হইল
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ সতর্কে থাকিতুঁ
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি হবে বিপরীতি
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে যথা সে যাইবে
মনেতে পাইবে ব্যথা॥ ১৭০

ধানশী।

পিরীতি পসার লইয়া ব্যভার
দেখি যে জগৎময়।
যতেক নাগরী কুলের কুমারী
কলঙ্কী আমারে কয়॥

সই, জানি কি হইবে মোর।
সে শ্যাম নাগর গুণের সাগর
কেমনে বাসিব পর ॥
সে গুণ সোঙারিতে যাহা করে চিতে
তাহা বা কহিব কত।
গুরুজনা-কুলে ডুবাইয়া মূলে
তাহাতে হইব রত ॥
থাকিলে যে দেশে আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে তত দেয় শোকে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
কহে **চণ্ডীদাস** বাশুলীর পাশ
এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয় পিরীতি করয়
কহিলে সে হয় প্ররতীত ॥ ১৭১

শ্রীরাগ।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা ॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
আমি অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যেমতি হইল
পরাণে সংশয় দেখি ॥ ১৭২

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিলে সে ॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়নে।
যে করে তাহারে আর না দেখি বয়ানে ॥
পিবীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাস কহে রামি ইহার গুরু তুমি ॥ ১৭৩

রামি—চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রজকিনী রামী।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচল চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করমদোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরমে রহল শেল॥ ১৭৪

সিনান—স্নান; উচল—উচ্চ; বেঢ়ল—বাড়িল; বজর—বজ্র।

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে কি হৈল মরমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল॥
সই বল না উপায় মোরে।
গঞ্জন সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিনু তোরে॥
ননদী-বচনে জ্বলিছে পরাণে
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায় ঘুচে সে দায়
না বলে ছাড়য়ে লোকে।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
মরিব তাহার শোকে॥ ১৭৫

তুড়ি।

শুন কমলিনি চল কুল রাখি
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মূরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা খল নাম শ্যাম॥

জনক জননী ত্যজিয়া আপনি
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে জানকী সীতারে
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া পাতালে লইল
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
হৃদয় পাষাণময়॥
উহার শরণে যেমত রাবণে
যেই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
পরচরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে॥ ১৭৬

শ্রীরাগ।

আপনি আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই পাপ মুখ॥

সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া আশা না পূরল
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বোলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥ ১৭৭

শ্রীরাগ।

পরের অধিনী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বল সে বল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥

গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত বা সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয় স্বতন্তরি হয়
তবে সে এমন বটে।
সে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে তাপ যে ছুটে॥ ১৭৮

সিন্ধুড়া।

সখি কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পীঠে হৈল পার।
মনু মনু মনু মৈলাম গো সখি
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিনু
এমতি হবে কে জানে॥

সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিত পিরীতি করিয়া
কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
স্থির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে পথ নাহি দেখি
মুখে না নিঃসরে রা॥
পিরীতি রতন পিরীতি যতন
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন পিরীতি এমন
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে সেও সুখ মনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ১৭৯

ধানশী।

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল জল সে হইল
পাইনু বড়ই দুখ॥

সই দখি কেন ছিঁড়ি গেল।
কান্নুর পিরীতি কুলের করাতি
পরাণ কাটিয়া নিল ॥
পিরীতি ঘুচিল আরতি না পূরিল
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা।
তবু অভাগিনী না ঘুচে কাহিনী
পরিবাদ হৈল কালা।
বুঝিলাম যতনে প্রবোধিনু পরাণে
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল নিরাশ ॥
আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে ছাড়িলে ছাড়ন নহে
শুধু সুধাময় লেহ ॥ ১৮০

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বঁধুর সনে ॥
ত্যজিলে কুলশীল এ লোকলাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ ॥

তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হৈবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাড়াঞাছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ ১৮১

ধানশী।

ইক্ষু রোপিণু গাছ যে হইল
নিঙ্গারিতে রসময়।
কানুর পিরীতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥
সই কে বলে ইক্ষুরস গুড়।
পরের বচনে চাকিনু বদনে
খাইনু আপন মুড়॥
চাকিতে চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া
এবে সে লাগিল সীঠ॥

মুড়—মাথা ; মীঠ—মিষ্ট

মশলা আনিনু, আগুনে চড়ানু
বিছুরিনু আপন ভাব।
কানুর পিরীতি বুঝিনু এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে বুঝিনু মরমে
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি করিয়া
কেবা পাইল কোথা যশ॥ ১৮২

মল্লার।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি, ভাল গো সখি,
কে বলে পিরীতি ভাল।
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোনার বরণ কাল॥
সোনার গাগরী বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে॥

নীর-লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥
নবঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চক্ষু পসারল আশে।
বারিক বারণ করল পবন,
কুলিশ মিলিল শেষে॥
ক্ষীর নাড়ু করি, বিষে মিশাইয়া,
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া, খাইতে খাইতে,
নিকটে মরণ ভেল॥
লাখ হেম পায়্যা, যতনে বাঁধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥ ১৮৩

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥

যারে নাহি দেখি, শয়নে স্বপনে,
না দেখি নয়নকোণে।
তবু সে স্বজনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরেব অধিনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি, পুড়িছে পরাণী,
ঠেকিয়া পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাস মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥ ১৮৪

সিন্ধুড়া।

সই কি হৈল কালার জ্বালা।
রাত্রি দিন মন সদা উচাটন
স্বপনে দেখি যে কালা॥
মুদিত লোচনে যদি বা ঘুমাই
হৃদয়ে কানুরে দেখি।
মনের মরম তোমারে কহিনু
শুন গো মরম সখি॥

ঘরে নাহি মন মন উচাটন
কি না হৈল মোর ব্যাধি।
কি জানি জীবন বাঁচিতে সংশয়
কহ না ইহার বুধি॥
সদাই হৃদয় আমার পরাণ
কানুর চরণে বাঁধা।
যে জন পিরীতি পাড়ার পড়শী
সদাই করয়ে বাধা॥
দূরে রহু তার আদর পিরীতি
সে জন আঁখির বালি।
না যাব সে ঘর পাড়ার পড়শী
দেই যত গালি॥
চণ্ডীদাস কহে লোকের বচন
কিবা সে করিতে পারে।
আপনা হৃদয়ে মনের মানসে
নিরবধি ভজ তারে॥ ১৮৫

শ্রীরাগ।

সই বড়ই প্রমাদ দেখি।
কানুর সনে পিরীতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥

কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া নিভৃতে বসি এক ভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে বসিয়া ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া জলে যত মীন
যেমন তরাসে কাঁপে।
আমার তেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরয ধরি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
সকলি স্বপন মানি।
তুমি সে কালার কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি॥ ১৮৬

তুড়ি।

সুজন কুজন যে জন না মানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদন যে জন জানয়ে
পরাণ কাটিয়া দি॥
সই, কহিতে বাসি যে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে কেন বাসয়ে পর॥
কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোণার গাগরী যেন বিখ ভরি
দুধেতে ভরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাসে কয় শুনহ সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥ ১৮৭

বিখ—বিষ; পাছে—পরে, পশ্চাতে।

সুহই।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলি,
নিমিখে নিমিখে হারা॥

তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনু,
আর কেহ মোর নয়॥

কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥

যে মোর করম, কপালে আছিল,
বিহি ঘটাওল তাই।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥

গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥

পড়শী দুর্জ্জন　　　　বলে কুবচন
　　না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে,　　কানুর পিরীতি,
　　জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৮৮

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন　　　　কয়ল পরাধীন
　　নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাপন কূপ　　　　লখই না পারনু
　　আইতে পড়লহুঁ ধাই।
লঘু গুরু তখন　　　　কছু না বিচারিনু
　　অব পাছু তরইতে চাই॥
মধুসম বচন　　　　প্রেম সম মানুখ
　　পহিলহি জানন ন ভেলা।
আপন চতুরপণ　　　　পরহাতে সোঁপনু
　　হৃদিসে গরব দূরে গেলা॥
এতদিনে আনু　　　　ভাণে হাম আছনু
　　অব বুঝনু অবগাহি।

বরকে—শঠে, একঠামা—একটুও; ঝাপন—গুপ্ত; তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে, আনু—অন্য; ভাণে—ভাবে; দোখি—দোষ; কাহি—কাহাকে।

আপন শূল হাম আপনি চাঁচনু
দোখি দেয়ব অব কাহি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কো নাহি জানে ॥ ১৮৯

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি
শ্যাম-রসে হৈয়াছি বিভোর ॥
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাঁড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি ॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায় ॥
কহ ত পরাণ-সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি পায় ॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার ॥ ১৯০

সুহই।

গুরুজন-জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিল শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়া সতী কুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐ সে বেভার॥ ১৯২

সুহই।

সহজে নারীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতির লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখি গো তোমারে কহিতে কি।
এ রস লালস, সব সম্ভাবনা
এ নাকি রহিলে জী॥
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুন পাইয়ে হাতে।

বিধির লিখনে, কালা বঁধুর সনে,
বাঁধিল করম-সূতে ॥
রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি
দেখি বড় পরমাদে ।
জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে
কাহার না যায় সাধে ॥ ১৯২

শ্রীরাগ ।

মরম কথা শুন লো স্বজনি ।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব ।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবধূবালা ।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥
ঘর হইতে বাহির বাহির হইতে ঘর ।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর ॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে ।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে ॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই যে করিব ।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব ॥ ১৯৩

শ্রীরাগ ।

বঁধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয় ।
এ ধন আমার লয় অন্য জনা
ইহা কি পরাণে সয় ॥
সই, কত না রাখিব হিয়া ।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
আন জন সঙ্গে কথা ।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে ।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমন হউক সে ॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন ।
তুহুঁ যে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম যে তোহারি প্রাণ ॥ ১৯৪

সুহই।

একে নব পিরীতি, আরতি অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।
তাহে গুরু গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ,
পরিজন কণ্টক গেহ॥
সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা, শুনই না পায়ব,
সোই নগরে হাম যাব॥
যা বিনু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে,
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী, সহজে একাকিনী
আপনা বলিতে নাই কোই॥
দুহুঁ কূল চাহিতে, আকুল অন্তর,
পাঁতরে পড়ি রহুঁ হেম।
জ্ঞানদাস কহে, ধিক্ ধিক্ জীবনে,
যাকর পরবশ প্রেম॥ ১৯৫

পরথাব—প্রস্তাব, প্রসঙ্গ : পাঁতরে—প্রান্তরে, এককোণে ; যাকর—যাহার।

তুড়ি।

মুঞি যদি বলি, পাসর কান,
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার মুখ নাহি দেখি,
নিঝরে ঝরে নয়ান ॥
শুন শুন শুন, পরাণের সই,
কানুর পিরীতি কাজে ॥
তনু মন প্রাণ, ভেল পরাধীন,
কি আর করিবে লাজে ॥
শ্যামের নামে সে, পরাণ উছলে,
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কাণে সে মুরলী বাজে ॥
যদি চলিতে না চাহ কানুর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দদাস কহে, কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে ॥ ১৯৬

বিহাগড়া।

কবহুঁ রসিক সনে দরশন হোয়ে জনি,
দরশনে হোয় জনু লেহ।
লেহ বিচ্ছেদ জনি কাহুঁকে উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনু দেহ॥
স্বজনি দূবে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজিতে প্রেম অঙ্কুর
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥
যবহুঁ দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহি
রসিক সনে জনু হোয়।
কানু সে গোপতে লেহ করি অব এক
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখধ সখি, কাঁহা না পাইয়ে
জনু যৌবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে
ইহ কবি শেখর গায়॥ ১৯৭

জনু—যেন; জনি—যদি; গোপতে—গোপনে; লেহ—প্রেম; জরি-জরিয়া; অসমঞ্জস—সামঞ্জস্যহীন।

আক্ষেপানুরাগ।

(স্বগত)

গান্ধার।

জনম গোঙাম্নু দুখে, কতবা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি, *গুরু দিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে, পরমুখে যেবা শুনে,
তেঞি ত অনলে পুড়ি মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, প্রেম কি অনল হয়,
শুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ১৯৮

গুরু দিঠে—গুরুগণকে অপমান করিলাম।

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর। ১৯৯

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার-মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥

সখীর সহিতে, জলেতে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে॥ ২০০

সুহই।

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে॥
এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কাণাকাণি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥ ২০১

যমুনার জল—এখানে যমুনার জলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুলনা করা হইয়াছে এবং সেই জন্য শ্রীরাধিকা যমুনার জল ঝলমল করা দেখিয়া এত অস্থির।

সিন্ধুড়া।

কহিলাম মনের কথা ছাড়িতে নারিব।
শ্যাম নাগর বিনে তিলেক না জীব॥
অনুক্ষণ হিয়া মোর শ্যাম অনুরাগী।
ছাড়িতে কহিবে যে সে হবে বধের ভাগী॥
শ্যাম সঙ্গে রস রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা।
মজিল আমার মন সোনায় সোহাগা॥
শিবরাম দাস বলে ভাঙ্গিল চাতুরী।
মরমে লাগিল শ্যামরূপের মাধুরী॥ ২০২

কানড়া।

সতত বঁধুর লাগি জ্বলে অবলার চিত॥
দূরদেশী সনে প্রেম বাড়াইনু অতি।
সেই ধরি হৈল মোর অনলে বসতি॥
প্রেমের ঔষধ খাই হৈলুম উদাস।
জগ লোকে কলঙ্কিনী বোলে বার মাস॥
শাশুড়ী ননদী বৈরী স্বামী হৈল ভিন।
আর জ্বালা কালার সহিমু কত দিন॥
গুরুপদে **আলিরাজা** গাহিল কানড়া।
চিত্ত হন্তে প্রেমানল না হউক ছাড়া॥ ২০৩

সেইধরি—সেই অবধি; ভিন—ভিন্ন; হন্তে—হইতে।

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ **চণ্ডীদাস** কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ২০৪

গান্ধার।

ধিক রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল-তাপে পাষাণ সে-গলে॥

নয়লি—নূতন।

ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতাবনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা-পাতা সনে॥
যমুনার জলে গিয়া যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিব মুই এ গবল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণ॥ ২০৫

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানুপথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম না লইব লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে **চণ্ডীদাসে** রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ২০৬

বিরহ

ধানশী।

ললিতাব কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমাবে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুবে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝাবে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগেব তূলিকায় বিছান হইছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুবের ভয়॥ ২০৭

মধুপুর—মথুরা।

করাড়ী।

হরি নাকি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুল বাস জীবনে কি আর আশ
বধ ভাগী হইল অক্রুর॥
ছাড়িবে গোকুলচন্দ পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সবে
সবার আগে মরিবেক রাধা॥
আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু
আর না করিব নানা বেশ।
এমন ব্যথিত থাকে কানুরে বুঝায়্যা রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ॥
মথুরা নাগরী যত তাহা কৈলে পয়োব্রত
বরজ রমণী অনাথ।
গোবিন্দদাস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ॥ ২০৮

সুহই।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব॥

সোয়াথ—সোয়াস্তি, শান্তি।

বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহে ত পিয়ার গলাব মালা যে পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ২০৯

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার বোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনাতীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলখারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুক ছাপিতে তঁহি রহু কান॥ ২১০

সগরি—সকলি।

পাহিড়া।

যহুঁক বিরহ ডরে উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড়দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দেখি নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ২১১

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ সব ভৈ গেল নৈরাশা॥

যহুঁক বিরহডরে—'হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে যস্ত বিরহভীতিনা'। আঁতর—অন্তর, ব্যবধান; কহলা—কহিল; ভরমে—ভ্রমে।

সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবাধ রহল বিছুরাই।
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পূর॥ ২১২

তিরোতা—ধানশী।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥

যৈছে—যেরূপ; ভৈ—হইয়া; অব—এখন, বিছুরই—বিস্মৃত হইয়া
বঞ্চব—বঞ্চিত করিবে; সুজান—সুজন; বিহি—বিধি; ঝুর—অশ্রুপাত করে

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥ ২১৩

তিরোতা—ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পায়ব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাস।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশ॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এ তনু আশে।

সুখায়ব—শুকায়, কো—কে; করব—করিবে; আগি—আগুন; বরিখব—বর্ষণ করিবে, মাহ—মাস; সুরতরু—কল্পতরু; বাঁঝ—বন্ধ্যা। ২১৩

হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জাবব
কি করব মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জাবব
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করিব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥ ২১৪

সুহই।

কত দিন মাধব রহব মথুরা পুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়নু
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥

পতিয়াই—প্রত্যয; খোয়নু—ক্ষয় করিলাম; জারব—দগ্ধ হইবে; মেহে-মেঘে। ২১৪

পূবব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরি ভ্রমী সবহুঁ কুসুমে বসি
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে কবত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ আশাহীন নহ
আওব সো বরকান॥ ২১৫

গান্ধার।

সজল নয়ান করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি॥
সজনি কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম-ফল পিয়া গেল দেশান্তর
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।

ঘুচব বিহি বাম—বিধি সদয় হইবে; বিছুরল—বিস্মৃত হইল, অবহি-পরাণ—এখনই প্রাণ যেরূপ করিতেছে; বর কান—সুন্দর কানাই।

পাখীজাতি যদি হও পিয়া-পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কঁহু তছু পাশে ॥
আনি দেই মোব পিউ বাখই আমার জীউ
কো ইহ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরয ধব চিতে
তুবিতহি মিলব কান ॥ ২১৬

গান্ধার।

পুন নাহি হেবব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া ॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পবাণপুতলি মোর কে হরিয়া নিল ॥
আব না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে ॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোব ফাটি যায় হিয়া ॥ ২১৭

পরকার—প্রকার, উপায; তছু—তাহার; দেই—দেয়, রাখই—রক্ষা করে, জীউ—জীবন। ২১৬

গান্ধার।

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনীবেশ
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পবিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া॥
আপন বঁধুয়া আনিব বান্ধিয়া
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারী-বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে
সে শ্যাম বঁধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে
তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাস কহে বিনয়-বচনে
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা॥ ২১৮

পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিনু আশা ঘর।
কোন কুমতিনী মোর, এ ঘর ভাঙ্গিয়া দিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্গেতে আমি এ বেশ বনানু গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লইয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চান্দ কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো,
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পূবিল সই
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী মালা বৃথাই গাঁথিনু গো,
কেমনে রজনী গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরয ধব ধনি ধায়িয়ে চলিল গো
কহি ধায় নরোত্তমদাসে॥ ২১৯

ভূপালী।

পিরীতি হইল বৈরী।
সততে মরমে দুখ না দেখিলে মরি॥
দূরদেশী সঙ্গে প্রেম করিনু অবলা।
দেশান্তরী হইল নাথ দিয়া বিষম জ্বালা॥
যার প্রেম রাখিয়া লোকের হৈনু বৈরী।
দারুণ প্রেমের দুঃখ না দেখিলে মরি॥
পিরীতি জগ বৈরী পরাণের গুরু।
পিরীতি জীয়তে দুঃখ মরণের দারু॥
আলিরাজা কহে প্রেম-শর-বিষ বুকে
কাল নাগে ডংশিলে ঔষধ গুরু মুখে॥ ২২০

দীপক।

গেলা গেলা ওরে শ্যাম না গেল মাতাইয়া।
ওরে শ্যাম গেলা কোন্ দেশে।
বৈরাগিনী হইয়া যাইমু বন্ধুর উদ্দেশে॥
চান্দের চান্দনি দিমু সুরুযের ভাতি।
যদি কর দয়া বন্ধু আজুকার রাতি॥
আউলাএ মাথার কেশ কভু নাহি বান্ধে।
রাধা কানু অভিমানে গোপীগণ কান্দে॥

ডংশিলে—দংশিলে।

আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীব পানি।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদয়ের আগুনি।
বন্ধু যাইব দূর দেশে মনে লাগে ধান্ধা।
বন্ধের হাতেব মোহন বাঁশী থুইয়া যাউক বান্ধা
সোনা নয়রে রূপা নয়রে অঞ্চলে বান্ধিতাম।
হৃদেব উপব থুইয়া বাঁশী বজনী গোঞাইতাম॥
প্রিয় মোব বিস্মরণে তিলে যুগ জানি।
প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি॥
আকাশের চন্দ্র প্রিয় নয়ানের মনি।
আসিবা আসিবা করি পোহাইলাম রজনী॥
যথা তথা যাইও বন্ধু আসিও সকালে।
তিলেক বিলম্ব হৈলে ঝম্প দিব জলে॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে ওহে পববাসী।
পঞ্চ দিন লাগিয়া কেন এত উপহাসী॥ ২২১

গান্ধার।

যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ
হাম ভরি সলিল হই তহি মাহ॥

চান্দনি—জ্যোৎস্না, সুরুযের—সূর্য্যের; আউলাএ—আলুলায়িত করিয়া; বন্ধোর—বন্ধুর; কানি—কাণা, অর্থাৎ শূন্য, বৃথা। ২২১

এ সখি বিরহ-মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হইয়ে তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইয়ে মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহে কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তুঁহু কিয়ে ছোড়ি॥ ২২২

বরাড়ী।

এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহিল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥

প্রভু যেথান দিয়া অরুণচরণে চলিয়া যাইতেছেন, সেই সেই স্থানে ধরণী যেন আমার গাত্র হউক। নাহ—স্নান করে; তহি মাহ—তাহার মধ্যে; ভরমই—ভ্রমণ করিতেছে; তছু ঠাম—সেই স্থান। ২২২

আমারে লইয়া সঙ্গে কেলিকৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছারই
রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোন থানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দদাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ বিষাদ॥ ২২৩

পঠমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া।
কোন্ নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥

বিহরই—বিহার করে; শেজ—শয্যা; বিছারই—বিস্তার করে।
বুলে—বেড়ায়; অবহুঁ—এখনও।

মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিতে কান্দে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥ ২২৪

পঠমঞ্জরী।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইয়ো রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে॥
সোই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তঁহু মোর তাহে জনু রয়॥

মঝু—আমার ; সহি—সখী ; জনু—যেন ; কবহুঁ—কখনও , মাহ—মধ্যে।

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদমুখ দেখন না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ২২৫

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহুঁ লিহে মোর নাম।
অরুণ তুলহ করে দিহে জলদান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ২২৬

পরণাম—প্রণাম; লিহে—লিখে; বিদগধ—বিদগ্ধ, রসিক; বিহি—বিধি, পহুঁ—প্রভু, অরুণতুলহ—অরুণতুর্লভ কান্তি-বিশিষ্ট।

সুহই।

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আব সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সেই পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ্গি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ-সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥ ২২৭

শ্রীগান্ধার।

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি
থোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত কোই না জীয়ব
সবহুঁ করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥
আপনক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামরচন্দ।
জগ ভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
হোয়ব কলমষ বন্ধ॥

উপেখবি—উপেক্ষা করিবে; থোয়বি—নষ্ট করিবে; কলমষ—কল্মষ, পাপ।

সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধয় মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ ভাব না পূরব
রাধা মাধব সেব ॥ ২২৮

ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি ॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা ॥
দাব দগধ ধিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ ॥
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঁয়াব আমি এ দিন সকল ॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙারি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউ মরি ॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি ॥ ২২৯

দাবদগ্ধধিক—দাবানলের অধিক।

দূতীপ্রেরণ।

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি।
যৌবন-সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙাসু,
বঁধু ফিরে নাহি এলো॥
যাও সহচরি জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ২৩০

কানাড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াসে পরাণ যায়।
সখি, ধরবি কানুব কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বব॥
সখি, যতেক মনের সাঁধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিহি সে কবল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥ ২৩১

সায়র=সাগর; বোল—বলিতে ক্রটি করিবে না; বিহি—বিধি।

শ্রীরাগ।

স্বজনি কানুকে কহবি বুঝাই।

রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।

সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুকায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥

কুলকামিনী ছিনু · কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।

আপন করে হাম মূড় মুড়ায়নু
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥

চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।

দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঞ্জইতে চাই॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।

আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥ ২৩২

মোড়লি—বিনষ্ট করিলে; তাকর—তাহার; লোভাই—লোভে; মূড় মাথা; রোয়ই—রোদন করে; ছাপাই—ঢাকিয়া; শলভ—পতঙ্গ।

পঠমঞ্জরী।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুবে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুবে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর পিয়াব হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবাব॥
এই তরু শাথায় রহিল সাবী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোব রঙ্গিণী হবিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সথা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দবশন।
কহিও বন্ধুবে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দোতী চলু মধুপুবে।
কি কহিব শেখর বচন নাহি ফুরে॥ ২৩৩

দোতী—দূতী; মধুপুরে—মথুরায়; ফুরে—বাহির হয়।

মাথুর।

ধানশী।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।

বিরহ বিপতি না দেই সমতি

রহল বদন চাই॥

মরকত স্থলী শুতলি আছলি,

বিরহে সে ক্ষীণদেহা।

নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে

কষিল কনক রেহা॥

বয়ান মণ্ডল লোটায় ভূতল

তাহে সে অধিক শোহে।

রাহুভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি

ঐছে উপজল মোহে॥

বিরহ বেদন কি তোবে কহব

শুনহ নিঠুর কান।

ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী,

জীবন সংশয় জান॥ ২৩৪

বিপতি—বিপত্তি ; শোহে—শোভে ; উপজল মোহে—আমার বোধ হইল।

কানাড়া—কামোদ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই ॥
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপনা তনু জরজর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাঁতর দিঠি হেবি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ বাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী।
রাধা সঞে যব গুণতহি মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশ দারুণ দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ২৩৫

লুবধাই—লুব্ধ হইয়াছে; নিজগুণে বিমুগ্ধ হইয়া নিজের স্বভাব বিস্মৃত হইল; সুলেহ—স্নেহ, ভোরহি—বিহ্বল হইয়া, দিঠি দৃষ্টিতে; রাধা সঞে—যখন নিজেকে রাধা মনে করে, তখন মাধবকে ভাবে, আর যখন নিজেকে কৃষ্ণ মনে করে তখন বাধাকে ভাবে; বাধা—ব্যথা।

শ্রীরাগ।

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু, যমুনা-পার,
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই-দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই॥ ২৩৬

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহেব লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মীঠ কি তীত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহবি,
চিটাতে আদব এত॥
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার সোণার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবজা বসিল খাটে॥ ২৩৭

বালা-ধানশী।

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি, দিবস গোঙাইতে,
জীবন ভেল অতি ভার॥

পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখ কত ভেল॥
আওব করি করি, কত পরবোধব,
অব জীউ ধবই না পার।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন,
নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত তুয়া, চপল বচনে আর,
কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙায়ব,
তব কি করব জ্ঞানদাস॥ ২৩৮

কামোদ।

তুয়া পথ যোহি রোই দিন যামিনী
অতি দুবার ভেল বালা।
কি রসে বুঝায়ব কৈছে নিবারব
বিষম কুসুমশর জ্বালা॥
মাধব ইথে জানি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ কলা সম ক্ষীয়ত
তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক॥

চন্দন চন্দ   মন্দ মলয়ানিল
নীর নিশেষিত চীবে।
কুবলয় কুমুদ   কমলদল কিশলয়
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
ননীক পুতলি   মহীতলে শুতলি
দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীবন আশে   শ্যাম বহ না রহ
পবথত গোবিন্দদাস॥ ২৩৯

সুহই।

মাধব কি কহব বিবহ-বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে   যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥
পন্থ নেহারিতে   নয়ন আন্ধায়ল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ   মোহ বহি যাওত
কত পরবোধব কেহ॥
দশমী দশায়ে   আছয়ে এক ঔষধ
শ্রবণে কহিয়ে তুয়া নাম।

যোই—চাহিয়া ; বোই—রোদন কবিতেছে ; দুবার—দুর্ব্বাব, দুর্নিবার্য্য ; ইথে নিঃশঙ্ক—ইহাতেও ভয় ছিল না, কিন্তু। ক্ষীযত—ক্ষয প্রাপ্ত হইতেছে। থিরে—স্থির ভাবে। শুতলি—শুইয়া আছে ; রহ না রহ—আছে কি না আছে।

শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত
সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলু
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে
কহতহি **বলরাম দাস**॥ ২৪০

মল্লার।

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গুণি গুণি দশমী দশাশ্রমী
দুবরল ভেল নিজ দেহা।
মাধব তুহুঁ যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান॥
অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদকলা সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
হাস শ্বাস ভেল সার॥

পরবোধব—প্রবোধ দিব; দশমী—শেষ; ফেরি—ফিরিয়া; বরি—বার। ২৪০

ঐছন বচন শুনল যব মাধব
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেমভরে পন্থ বিপথ নাহি দবশই
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব
তুরিতহি রাইক পাশ।
কামুক হৃদয় নিগড় ভুজবন্ধন
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২৪১

লেহা—স্নেহ ; দশমী দশাশ্রমী—দশমদশা অর্থাৎ শেষ দশাপ্রাপ্ত ; মুদরী—অঙ্গুরী, বাই এখন এত ক্ষীণা হইয়াছে যে অঙ্গুরী তাহার কঙ্কণ হইয়াছে। গীমক—গলাব, হাস—হাসি এখন দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। ২৪১

মিলন।

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢনী পিয়া, গিরীষির বা।
বরিষাব ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়া না কলু যতন।
এবে হাম জানল পিয়া বড় ধন॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥ ২৪২

ওর—সীমা, আঁচর—আঁচল; ওঢ়ণী—উড়ানী, চাদর; গিরীষির বা—গ্রীষ্মের বাতাস, দরিয়া—নদী, না—নৌকা।

গান্ধার শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিবদ্বন্দা॥।
আজু মঝু গেহ গেহ কবি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোহ কোকিলা অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥ ২৪৩

নিবদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন ; মোহে—,আমাকে : পরিহোয়ত—ছাড়িযা যায
যবহু--যতক্ষণ , তবহু—ততক্ষণ।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।

জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণবঁধু হইও তুমি ॥
বহু পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে,
তেঞ্চি সে পরাণে মরি ॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি ॥
আনের আছয়ে আন জন কত,
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লৈয়াছি আমি ॥
গুরু গরবিত, তারা বলে কত,
সে সব গৌরব বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে,
দুকুলে হইল হাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে,
সদাই অন্তরে থাক ॥ ২৪৪

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিচয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
ত্রুটির নাহিক ওর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিষে, যদি নাহি হেরি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ-রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ ২৪৫

সুহই।

শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়,
সেই সে বেদনা জানে॥ ২৪৬

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি॥

যে তোর করুণা না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সব স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন, বাপের তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, কথন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার॥ ২৪৭

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে॥

কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা,
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা॥ ২৪৮

ধানশী।

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ-বদন, সদা নিরখিব,
সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি,
পূরিল মনের সাধ॥

প্রেম-ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া,
দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি,
রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
হারাইলে পুন, অলস পরাণ,
খুঁজিয়া পাইতে নাই॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন,
রাখিতে নারিলাম কোলে।
তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল,
জ্ঞানদাস ইহা বোলে॥ ২৪৯

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে, গরবিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটি চরণ,
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
প্রিয়তম করি মানি॥

নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥ ২৫০

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ-পিয়া।
চিরদিন পরে, পাইয়াছি লাগ,
আর না দিব ছাড়িয়া ॥
তোমায় আমায়, একই পরাণ,
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার, মরমের দুখ,
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব, আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর ॥

এতহুঁ কহিতে, বিভোব হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর,
ভাসিল নয়ান লোরে॥ ২৫১

কেদার।

ওহে নাথ কি দিব তোমাবে॥
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমাব।
তোমাব তোমাকে দিব কি যাবে আমাব॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমাব।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার॥ ২৫২

ধানশী।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপাব॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘবের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম।

তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যামধন।
কৃপা করি এ দাসেরে দেহ শ্রীচরণ ॥ ২৫৩

সুহই।

শুন সুনাগর করি যোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে ভাঙ্গে নাহি জেনে
নবীন পিরীতি খানি ॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ রতন
সঁপেছি চরণতলে ॥
তিনহি আখর করিয়ে আদর
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পূরিবে তুমি ॥

জেনে—যেন; তিনহি আখর—তিনটী অক্ষর, অর্থাৎ পিরীতি।

তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে
বিমুখ না হও তুমি ॥ ২৫৪

সুহই।

অনেক সাধের পরাণ-বঁধুয়া
নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর অধিকার কার
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম-পায়।
চণ্ডীদাস কয় জীবনে মরণে
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায় ॥ ২৫৫

বেলাবলী।

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোর সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চান্দ বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে, দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥ ২৫৬

শ্রীরাগ।

বন্ধু আমার কালিয়া সোণা।
স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা॥
স্বপনে বন্ধুয়া সনে দরশনে ভেল।
উলটী পাসান দিতে বন্ধু কোন দেশে গেল॥
যথা তথা যাও বন্ধু আসিও সকালে।
তিলেক বিলম্ব হৈলে ঝাম্প দিব জলে॥
তুমি তরু আমি লতা থাকিমু জড়িয়া।
বহু দিনে হৈছে দেখা না দিমু ছাড়িয়া॥
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু, বন্ধু ভাবে ভিন।
বন্ধের কি দোষ দিব আপনা কুদিন॥
বন্ধুয়া বন্ধুয়া মোর গোপতের পতি।
পাষাণে নিশান রৈল তুই কালার পিরীতি॥
বন্ধুয়া বন্ধুয়া মোর স্বরগের তারা।
তিলেক না দেখি তোরে আঁখি বহে ধারা॥
কেহ বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম।
হৃদেতে লিখিয়া রাখ্‌ম কালার নিজ নাম॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুনরে কালিয়া
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া॥ ২৫৭

পাসান—পলক; বন্ধের—বন্ধুর; রাখ্‌ম—রাখিব।

সুহই।

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।

প্রেম চিন্তামণি, বসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলাব হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শতকোটি,
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অথলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি॥ ২৫৮

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

সুহই।

বাই! তুমি সে আমার গতি।

তোমার কাবণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে,
মুবলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমাব রূপের, মাধুবী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি চারিদিক্ হেবি,
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি, না দেখি কথন
কথন হবার নয়॥ ২৫৯

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ানতারা॥

রাধে ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবা ক্ষমা॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
নয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণে বাঁধা॥ ২৬০

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল সাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হৈনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে আমি তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান। ২৬১

(যুগলরূপ)

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে এ চারু পঙ্কজ
নয়নে দেখ চাহিয়া ॥
পঙ্কজ উপরে বিংশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের উপরে শোভিত
যুগল কেশরি-রাজ ॥

কেশরী উপরে এ দুই উদর
উদর উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল
চাবি শাখা আছে ধরি॥
তাহে আছে সখি একটি তমাল
নব ঘন সম দেখি।
একটি তমাল সোণাব বরণ
শুনলো মরম সখি॥
তাহে ফলিয়াছে অরুণ বরণ
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতরে ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তাহার শাখা দল॥
তা পর এ দুই কীরের বসতি
তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই চাঁদের বসতি
পিবইতে ইহ বারি॥
তাপর দেখহ বিধু সে অরুণ
তা পর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে মরমক বাত
এ কথা জানে না কহি॥ ২৬২

পঙ্কজ—চরণ; শশধর—পদনখ; গজ—চারি চরণ; কেশরী—কোমর; গিরি—বক্ষ; শাখা—হস্ত; ফল—ওষ্ঠ; ফুল—দন্ত; কীর—নাসিকা; চকোর—নয়ন, চাঁদ—ললাট; ময়ূর—শিখিপুচ্ছ; অহি—বেণী।

শ্রীরাগ—কন্দর্পতাল।

রাই অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশদিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ বন
রাই রূপে চৌদিকে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥
গৌর যমুনা জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চাঁদ তার সাথী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই রূপে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥ ২৬৩

গৌর লাখে লাখ—চন্দ্রের পাশে লক্ষ লক্ষ সাদা নক্ষত্র। ঝাঁপিত—আবৃত।

বিবিধ।

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহাব গৌরবরণ করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল।
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী।
নীল উজলি নীলমণি॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারা ঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥ ২৬৪

একা কাঁথে কুম্ভ করি যমুনাতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥
যমুনাতে দিতে ঢেউ আর না দেখিল কেউ
ঢেউ স্থির মাঝে পুন কানু।
কতেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি
ধীরে ধীরে হাত বাড়াইনু।
হাত বাড়াইয়া নাহি পাই ডুবিয়ে ধরিতে চাই
কান্দিতে কান্দিতে ঘরে আইনু॥
চণ্ডীদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
মিছে কেন ডুবেছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥ ২৬৫

পাশাখেলা।

রসেতে আবেশ হয়ে শ্যামচাঁদের মুখ চেয়ে
কহিছেন রসবতী রাধা।
ধর মোর বেশ ধর আপন আঁচরে ভর
করের মুরলী রাখ বাঁধা॥
হারিলে বেশর দিব জিনিলে মুরলী নিব
আর নিব তোমার হাতের বাঁশী।

তোমারে জিনিয়া লব আপন হৃদয়ে থোব
নতুবা হইব তোমার দাসী ॥
শ্যাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাষাণ বিদরে যার গানে।
কত গুণের বাঁশী মোব কত ধনের বেশর তোর
সমান করহ কোন গুণে ॥
রাই কহে শুন শ্যাম বেশর যাহার নাম
দোলয়ে নাসিকা মুখ মাঝে।
যার রূপে মুখ আলা আপনি ভুলেছ কালা
হেন ধন নিন্দ কোন লাজে ॥
তোমার বাঁশরী গানে বধিল অবলা প্রাণে
এবে সে ঠেকেছে রাধার হাতে।
চণ্ডীদাসেতে কয় বাঁশী গেলে প্রাণ রয়
খল বাঁশী না রাখিহ হাতে ॥ ২৬৬

শুন রজকিনি রামি।
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ॥

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥ ২৬৭

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয়।
সখি হে পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে
তবে সে পিরীতি দড়॥
ভ্রমর সমান আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥
বিধুর সহিত, কুমুদ পিরীতি,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।

আপন সুখেতে যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ॥
তাহার চরণে নিছনি লৈয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২৬৮

সুজনের সনে, আনের পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীতি,
সময় পাইলে কাটে॥
সখি হে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরি,
সদাই পরাধীন।
আত্ম-সমর্পণ, জীবন যৌবন,
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
স্বকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া
পরতত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায়॥

সখি না কর পিরীতি আশ।
ঝাটিয়া পিরীতি কেবল কুরীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ২৬৯

সোহিনী।

পাব কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কররে ॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার।
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার ॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকিকিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে রাধে গোপালিনী
কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥ ২৭০

নয়ালি—নূতন ; দিমু—দিব।

প্রার্থনা।

যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত ত্যজি কিয়ে হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভনহ বিদ্যাপতি সেহ মনে গুণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥ ২৭১

বাঁটায়নু—ভাগ করিয়া দিলাম ; মেলি—মিলিযা ; বেরি—বেলা , নায়—নৌকায় , মতিময়—মধ্যে ; সাঁঝক বেরি—সন্ধ্যাবেলা, অন্তিম কালে , সেব—সেবা ; মাগই—চায।

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
স্থত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জবা শিশু কত দিনে গেলা।
নিধুবনে রমণী রস সঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুবানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা ॥ ২৭২

তাতল—উত্তপ্ত; বিসরি—বিস্মৃত হইয়া; বিশোয়াসা—বিশ্বাস, নির্ভর; নিন্দে—নিদ্রায়; চতুরানন—ব্রহ্মা; অবসানা—অন্ত।

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।

দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়লি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥

কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিলে
অথবা কীট পতঙ্গে।

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।

তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥ ২৭৩

দয়া জানি—দয়া করিয়া; ছোড়বি—ছাড়িয়া দিবে, মুক্তি দিবে।